

କୋଣାର୍କ ପିଲାତଳ ବାଟୁର ଚାହୁନ ପୁରୁଷ ନିକମ୍ବ ଏତରଜାନୀ ଚିବନି ନକ୍ଷର ବାତା ଶୋଭାକାନୀ ତାନୀ ଗାଉଳ ମହାତଳ ନାୟେବ ୧। ଜିମି କରଗାଟ ମହୁନ ପାଦକାଳି

# বঙ্গীয় শিল্পকোষ

अक्षित व अरोग्योगा संकृत पद, आठीन ए आधुनिक वार्षणी  
का पद, संस्कृत शब्द लापिन-अमूलार्थे बृहपंचि व मध्याम, वार्षणी तत्त्व  
का कृत हैंडल पापि व श्रावित्रेय दृष्टि एवं विद्युता शब्दों अवृद्धिणि हिस्ति  
मिथि अक्षित अर्थात् भावाव वृष्टि, अविलोक्य वहावनी आवाहित  
कृतिते वास्तव आवृति व कावयी पद, हैंदावी गृष्टी गृष्टी  
वार्षणी वार्षणी अक्षित वर्षावर्ष व ऐ शक्ति भावाव शब्दों विद्युत  
संकृत एवं आठीन व आधुनिक वार्षणी एवं उत्तर लिखावोग.  
शब्दावृत्ति व अरोग्य पद संकृत वार्षणी दृष्टि व मध्यामिक्षि एवं  
वार्षणी वार्षणी एवं उत्तर लिखित भावाव वार्षणी अक्षित वार्षणी

ନୟକାଳ ମୁଖ୍ୟପତ୍ର | ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା | ୨୦୧୯

**ବାତ୍ରେଣ୍ଟ ଶାର୍ଦ୍ଦରେକା**



# অভিধান হেতু



## विविधार्थ संग्रह,



ଶ୍ରୀକାଳ ମୁଖପତ୍ର | ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା | ୨୦୧୯

# ଚନ୍ଦ୍ରମା

ଅଭିଧାନ ହେତୁ



# ଶ୍ରୀ କୁମାର

ପ୍ରକାଶକାଳ

ଜାନ୍ମୟାବିର ୨୦୧୯, କଲକାତା ବଇମେଲା

ପ୍ରକାଶକ

ସାମରାନ ହଦା

ନୀଳକାଳ ବୁକ୍ସ

୯/୨ ବଲରାମ ବୋସ ଘାଟ ରୋଡ (ଦିତଲ), କଲକାତା ୭୦୦ ୦୨୫

ଫୋନ +୯୧ ୯୭୮୭୯୮୭୮୭୯୯, +୯୧ ୯୦୦୭୨୭୫୨୪୭

ଇମେଲ lyriqal.books@gmail.com

www.lyriqalbooks.com

ସମ୍ପାଦନା

ଶ୍ରୀକୁମାର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

କୃତଜ୍ଞତା

ଅରଣ ଦେ

ମଧୁମୟ ପାଲ

ଖଣ୍ଡସ୍ଥାକାର

କୋରକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା, ଶାରଦ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୦୬

ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଂଲା ଭାଷା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲା ଆକାଦେମି, ୧୯୮୬

କୋରକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା, ବଇମେଲା ୨୦୧୬

ଅଭିଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ କିଆରେଶନ

ରାଜୀବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

ଚିତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ଓ ବିନ୍ୟାସ

ସୁମେରୁ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ

ପ୍ରାଚ୍ୟଦ

ହିରଣ ମିତ୍ର

ହରଫ ବିନ୍ୟାସ

ସୁଚରିତା କରଣ, ୩୮, ମହେନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ ରୋଡ, ହାଓଡ଼ା ୮

ମୁଦ୍ରକ

ଏସ ପି କମିଉନିକେଶନସ, ୩୧ ବି ରାଜା ଦୀନେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଟ୍ରିଟ, କଲକାତା ୯

ଦାମ ୩୦ ଟାକା



## সম্পাদকীয়

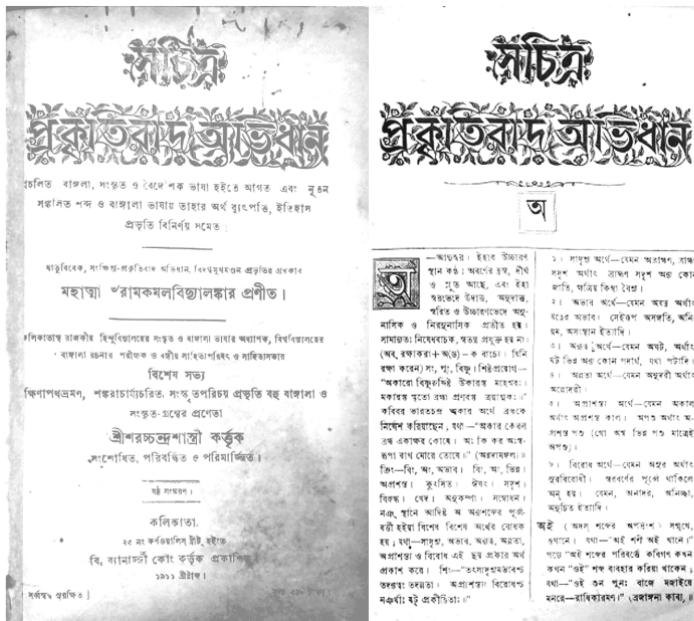
অভিধান এক আশ্চর্য বৈপরীত্যের সুবিমায় মণ্ডিত। এর ব্যবহার আটগোরে কিন্তু জন্মরহস্য জটিল ও কঠোর নিয়মবদ্ধ। এই বই কাচের আলমারির শোভাবর্ধক নয়, কেজে। অনপুটডাউনেবলও নয় কিন্তু ইনএভিটেবল। বংশপরম্পরার বইয়ের তাকে থেকে যাওয়া অঙ্গের যষ্টি। সবটা পড়ে না কেউ, প্রয়োজনে দেখে নেয়। আভিধানিকের মের্যাঙ্কিতকাও প্রায় প্রবাদতুল্য। আবার বু-ব.-র কল্যাণে আভিধানিক বলতে এক শব্দ-খ্যাপা মানুষের ছবি মনে আসে। যদিও ও.ই.ডি. সংকলনের যে আঁধো-দেখা হাল আমাদের কাছে পৌঁছয় তা এতটা দীন-হীন নয়। সামুয়েল জনসন বা জেমস মারের পরিচিত ছবিগুলিও তো বেশ চকচকে লাগে। অবশ্য এই ঔজ্জ্বল্য আমাদের কলোনাইজড চোখেই কেবল ধৰা পড়ে কি না সে অন্যতর বিতর্ক। প্রাচীন কোষগ্রন্থ আর নব্য অভিধান ইন্দনীং প্রায় সমার্থক। তবে কোষগ্রন্থের ব্যাপ্তির পাশে অভিধান কেন আধুনিক যুগে এত প্রচলিত হল? ইংরেজি ভাষার ডিকশনারি শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে এই শব্দটিকে কেন এত বিজ্ঞানসম্মত মনে হতে থাকল বাঙালির?

এদিকে বাঙালির অভিধান-প্রাপ্তির শুরুর দিনগুলিতে ইয়োরোপীয়দের উদ্যোগ সুন্মুদ্রিত হয়ে আছে সাহিত্যতিহাসের পাতায়। সেই কবে ১৭৪৩ সনে পর্তুগালের লিসবন নগরীতে ছাপা মনোএল দা-আসন্সুম্পসামের পত্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ থেকে এর সূচনা। বাঙালির অভিধানচর্চার বড়ো অংশটাই একক উদ্যোগের পরিশ্রম-লাঙ্ঘিত। সংঘের শরণে আমাদের ঘোর অনীহা। কিন্তু পাশ্চাত্যের ছবি ঠিক উলটো পথে হেঁটেছে গত একশো বছরে। তবে যে-কথা হয়তো তথ্যগত ভাবে আমাদের সব সময় খেয়াল থাকে না তা হল বিশ্রান্ত অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির (প্রথমবারের জন্য দশ খণ্ডে ১৯২৮-এ প্রকাশিত) আগেই প্রকাশিত সুবল মিত্রের ‘সরল বাঙালা অভিধান’ (১৯০৬) এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ‘বাঙালা ভাষার অভিধান’ (১৯১৭)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কাজ শুরু করেছিলেন প্রায় কুড়ি বছর আগে, রাজশেখের বসুর ‘চলস্কিকা’র প্রকাশ ও.ই.ডি.-র দু-বছরের মাথায়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও হরিচরণের সামনে ছিল না ও.ই.ডি.-র আদর্শ, তবু শব্দের উৎস আর প্রয়োগ বৈচিত্র্যের বিন্যাসে তাঁরা যত্নবান ছিলেন। আর জ্ঞানেন্দ্রমোহনে তো শব্দসংখ্যা লক্ষ্যাধিক।

এইসব বাঙালি মহাজনেদের, যাঁরা পূর্ণায়ত কিংবা আংশিক ভাবেও বাংলা অভিধানের প্রবহমানতায় অংশগ্রহণ করেছেন, নাছোড় মানসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়ে ‘চমৎকার’-এর অভিধান সংখ্যা— অভিধান হেতু ইতিহাসের পরিক্রমা নয়, বরং বিভিন্ন সময়ের কয়েকটি লেখা এক মলাটে এনে আরেকবার বালিয়ে নেওয়া বাঙালির অভিধান-চর্চার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার।

‘চমৎকার’ বার্তাবাহকের কাজও করে। ৯খাকাল বৃকসের যাবতীয় বইয়ের হালহদিশ দেয়। শুরু থেকেই ৯খাকালের লক্ষ্য নিছক বিজ্ঞাপনে মাত করে দেওয়া নয়, বরং প্রকাশনায় আস্তর্জিতিক মান ছুঁয়ে ফেলা। আর কে না জানে ‘সব বই বই নয়, কিছু কিছু বই?’ ৯খাকাল প্রতিটি বইকে লালন করে। প্রতিটির জন্য আছেন সম্পাদক ও শিল্প নির্দেশক। বাংলা প্রকাশনায় একুশের দীপ্তি। আপনার পছন্দ হলে সে-খবর পাচার করুন বন্ধুর কাছে। খেয়াল রাখুন আগামী প্রকাশনার দিকেও।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়



প্রকৃতিবাদ অভিধান, ১৮৬৬

## সূচিপত্র

বাংলা অভিধান - চিন্ত্রঞ্জন বন্দেয়োপাধ্যায় ৭

অভিধান দেখা থেকে পড়া - সুবীর রায়চৌধুরী ১৫

‘আধুনিক’ বাংলা অভিধান: কিছু সংলগ্ন ভাবনা - নির্মল দাশ ২১

প্রায়-বিস্তৃত একটি অভিধান - সুভাষ ভট্টাচার্য ২৭

আঠারো-উনিশ শতকের বাংলা অভিধান: তথ্যপঞ্জি- রাজীব চক্ৰবৰ্তী ২৯

## বাংলা অভিধান চিত্রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষা ও সাহিত্য কিছুদূর অগ্রসর হবার পর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে অভিধানের। যখন সকল শব্দ ও শব্দের বিভিন্ন অর্থ মনে রাখা সম্ভব ছিল না তখনই অভিধান বা শব্দকোষের প্রয়োজন দেখা দেয়। জানা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই সঙ্কৃত শব্দকোষ প্রচলিত ছিল। এ কালের সর্বোৎকৃষ্ট অভিধানটি প্রিষ্ঠীয় পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রচলিত ছিল বলে ধরা যেতে পারে। কারণ শব্দকোষের শ্রেষ্ঠ সংকলক আমর সিংহ ছিলেন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংস্কৃত অভিধানের স্থান ছিল উচ্চে। পাঠ্যালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল অভিধান। ছন্দ, ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের মতো অভিধানও গুরুত্ব পেতে শিক্ষাক্রমের মধ্যে। সংস্কৃত অভিধান সংকলনের একটি বিশেষ রীতি ছিল। শব্দগুলিকে পর্যায়, নার্থ ও লিঙ্গ এই তিনিভাগে ভাগ করা হত। ছাত্রদের কর্তব্য ছিল এই শব্দগুলি মুখস্থ করে তাদের বৈশিষ্ট্য মনে রাখা। তখন শব্দের ব্যাখ্যা-মূলক অর্থ দেবার রীতি ছিল না। দেওয়া হত শব্দের যতগুলি সম্ভব প্রতিশব্দ। এই প্রতিশব্দ ব্যবহার করেই হয়তো অন্য একটি পরিচিত শব্দ থেকে মূল শব্দের অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। ধরা যাক ‘মৃগ’ শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে ‘কুরঙ্গ’, ‘হরিণ’। এখানে ‘কুরঙ্গ’ শব্দটি জানা না থাকলেও ‘হরিণ’ শব্দের সাহায্যে ‘মৃগ’ অর্থের আভাস পাওয়া যেতে পারে, কিংবা পৌছনো যেতে পারে ‘মৃগ’ শব্দে।

বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান বলা যেতে পারে পোর্তুগিজ পাদ্রিদের রচিত শব্দকোষ। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে সংকলিত হল আস্মুম্পসাঁও-এর বাংলা পোর্তুগিজ অভিধান। তারপরে এল ইংরেজ আমল। স্বভাবতই তখন থেকে বাংলা-ইংরেজি, ইংরেজি-বাংলা এই দুই ধরনের অভিধানের প্রাধান্য দেখা যায়। সংকলনের কাজ যাঁরা আরাঞ্জ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আপজন, ফরস্টার, মোহনপ্রসাদ ঠাকুর প্রমুখ ভাষাবিদগণ। প্রথম পর্বের খাঁটি বাংলা অভিধান সংকলন করেছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাচীশ। তাঁর সংকলিত ‘বঙ্গভাষাভিধান’ প্রকাশ করেছিলেন স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮১৭ সালে। এর পূর্বে যে সব অভিধান সংকলনের প্রচেষ্টা দেখা যায় তাদের মধ্যে ভারতীয়দের ইংরেজি এবং ইংরেজদের বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট অনুভূত হয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে প্রথম বাংলা অভিধান রচনার কৃতিত্ব শ্রীরামপুরের উইলিয়াম কেরি দ্বাবি করতে পারেন। তিনি পাঁচিশ বছরের একক প্রচেষ্টায় প্রায় আশি হাজার শব্দ সম্পর্কে বাংলা-ইংরেজি অভিধান সংকলন করেন। কেরির বাংলা ভাষায় ড. জনসনের অভিধানের





স্থানগ্রহণ কৰতে পাৰে। ড. জনসনেৰ ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্য এমনই সুখ্যাত ছিল যে কয়েকজন প্ৰকাশক তাঁকে দিয়ে একটি অভিধান সংকলনেৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰেন। সে সময় ইংৰেজি ভাষার বানানে এবং শব্দার্থ ব্যাখ্যায় এমনই বিশৃঙ্খলা চলছিল যে ড. জনসনেৰ মতো ব্যক্তিত্ব এই বিশৃঙ্খলা দূৰ কৰতে পাৰেন বলেই তাদেৱ বিশ্বাস হয়েছিল। তাৰ উপৰে এই আস্থা ড. জনসন স্থাৰ্থ প্ৰমাণিত কৰতে প্ৰেৰণ দিলেন। প্ৰায় একশো বছৰ যাৰে ড. স্যামুয়েল জনসনেৰ অভিধান লেখক-পাঠক ও প্ৰকাশকেৰ নিকট নিৰ্ভৰযোগ্য বলে পৱিগণিত ছিল।

বাংলা ভাষায় কেৱিৰ বাংলা-ইংৰেজি অভিধান অনেকটা ড. জনসনেৰ অভিধানেৰ স্থান গ্ৰহণ কৰতে পাৰে। কাৰণ কেৱি ছিলেন তথনকাৰ দিনেৰ প্ৰচলিত সবগুলি ভাষাতোই সুপণ্ডিত। এই জ্ঞান তাঁকে শব্দেৰ বানান, অৰ্থ ও প্ৰয়োগবিধি সম্বন্ধে দিয়েছিল মতামত দেবৰাব অধিকাৰ। আশি হাজাৰ শব্দেৰ এই বিপুলায়তন অভিধান সেদিন কল্পনা কৰাৰ ছিল দৃঢ়মাধ্য। ১৮২৫ সালেৰ পূৰ্বে বাংলা, সংস্কৃত ও ফৰাসিতে মুদ্ৰিত পুস্তকেৰ সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে শুধু তাদেৱ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰে অভিধানেৰ জন্য শব্দ নিৰ্বাচন কৰা সম্ভব ছিল না। তিনি তাই বাংলা-সংস্কৃত ও ফাৰাসি পাণুলিপি থেকেও শব্দচয়ন কৰেছেন। কথ্য ভাষার শব্দ তিনি গ্ৰহণ কৰেছেন অসম্ভোচ। প্ৰত্যয়, উপসৰ্গ প্ৰভৃতি বোগ কৰে বহু নতুন শব্দ এনেছেন তাৰ অভিধানে। মূল শব্দ ‘উপাসনা’ থেকেই কেৱি রচনা কৰেছেন সন্তোষিত উপশব্দ। তাছাড়া সংস্কৃত অভিধান থেকে এমন সব শব্দ কেৱি গ্ৰহণ কৰেছেন যাদেৱ আজও সুষ্ঠুভাৱে প্ৰয়োগ কৰা চলে; যেমন মলঘঁ—detergent; অবট—sinus; আজ্ঞাপত্ৰ—warrant; ডাকপত্ৰ—summons। অবশ্য শব্দসংখ্যা বৃদ্ধিৰ এই প্ৰবণতা সৰ্বদা সুখকৰ হয়নি। যেমন, ‘পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠনমনকাৰীদীঘ’— পায়েৰ বুড়ো আঙুল নাড়াচাড়া কৰতে যে ক্ষুদ্ৰ পেশিটি কাজ কৰে তাৰ নাম।

শব্দ সংকলনেৰ এই রীতি সকলেৰ পছন্দ হয়নি। ইয়াৎবেঙ্গল দলভুক্ত তাৰাচাঁদ চক্ৰবৰ্তী তাৰ সংকলিত অভিধানে (১৮২৭) কেৱিৰ পদ্ধতিৰ সমালোচনা কৰেছেন।

এই প্ৰসঙ্গে উল্লেখ কৰা যেতে পাৰে যে, কেৱি শুধু একটি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অভিধান রচয়িতা হিসেবেই আমাদেৱ মনে থাকবেন না, অভিধান-মুদ্ৰণোপযোগী ছোট হৱফ ঢালাই কৰিবাৰ অসামান্য কৃতিত্বেৰ জন্যেও তিনি স্মাৰণীয় হয়ে থাকবেন।

কেৱিৰ পৰি থেকে আৱও বহু অভিধান সংকলিত হয়েছে। এদেৱ অনেকগুলি তালিকা সংকলন কৰেছেন অধ্যাপক যতীন্দ্ৰমোহন ভট্টাচাৰ্য। এইসব অভিধানে প্ৰায়ই নতুন কোনও বৈশিষ্ট্য লক্ষ কৰা যায় না। জানেন্দ্ৰমোহন দাস একটি নতুনত্ব এনেছেন বাংলা শব্দেৰ উচ্চারণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে। কেউ কেউ শব্দেৰ অৰ্থ বোৰাতে প্ৰয়োগ বিষয়ক উদ্ধৃতিও

দিয়েছেন। কিন্তু শব্দ অস্তর্ভুক্তির নীতি, অর্থ ব্যাখ্যার রীতি প্রভৃতি সম্মতে নতুনত্ব বড় একটা দেখা যায় না। এক ধরনের নতুন অভিধানের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হল ‘এনসাইক্লোপিডিক’ অভিধান অর্থাৎ অভিধান ও কোষগ্রন্থ দুই মলাটের মধ্যে একসঙ্গে উপস্থিত করা। এই জাতীয় অভিধানের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখনীয় সুবলচন্দ্র মিত্র ও আশুতোষ দেবের অভিধান দুটি। বাংলা ভাষায় ছোট কোষগ্রন্থের অভাব আছে বলেই এই জাতীয় অভিধানের প্রয়োজনীয়তা অনবশ্যিক। কিন্তু বৃহৎ আকারের জন্য সর্বদা ব্যবহারের তত্ত্ব উপযোগী নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’-র প্রথম সংস্করণে অভিধান ও কোষগ্রন্থের সম্মিলন দেখা যায়। সেখনে অবশ্য কোষগ্রন্থের বিষয়গুলি পৃথক করে সম্মিলিত করা হয়নি। সব শব্দই বর্ণনুক্রমে বিন্যস্ত।

আমাদের অভিধানের তালিকা থেকে যে বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল বাঙালির প্রদেশিক ভাষা সম্মতে আগ্রহ খুবই কম। ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি অভিধান পাওয়া যত সহজ, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি কাছের ভাষাগুলির বিষয়ে অভিধান তেমন সহজলভ্য নয়। বিদেশী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার অভিধান তো দুষ্পাপ্য।



বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজকার্যে এবং ব্যবহারিক জীবনে ফারসি ভাষার প্রাধান্য ছিল। তাই ফারসি-বাংলা এবং বাংলা-ফারসি কয়েকটি অভিধান পাওয়া যায়।

একটি বাংলা-তিব্বতি অভিধানের কথা উল্লেখযোগ্য। হিমালয়ের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে কর্মরত সরকারি কর্মীদের ব্যবহারের জন্য এটি সংকলন করেছিলেন এক বাঙালি পণ্ডিত ১৮২৪ সাল নাগাদ।

পাঠকের আগ্রহ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ যে অভিধানকে কত পূর্ণসং এবং নির্ভরযোগ্য করতে পারে তার দৃষ্টান্ত ‘অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি’। এই প্রামাণ্য অভিধান সংকলনে সহায়তা করেছেন বহু শিক্ষিত মানুষ। তাঁরা যেসব টুকরো কাগজে মতামত সম্পাদককে জানিয়েছিলেন সে সব কাগজের মোট ওজন ছিল দুটোরে বেশি। অভিধান-সংকলনে জনসাধারণের কাছ থেকে এরূপ সহায়তার দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে।

প্রথম পর্বে আমাদের অভিধানে বাংলার সঙ্গে ইংরেজির যে প্রাধান্য ছিল তা পুরোটি উল্লেখ করা হয়েছে। পরে ধীরে ধীরে ইংরেজি থেকে বাংলা অভিধানই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি প্রামাণিক খাটি বাংলা অভিধান সংকলন করা আমাদেরক পক্ষে

সন্তুষ্ট হয়নি। জ্ঞানেন্দ্রোমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত অভিধানের কথা মনে রেখেও এ কথা বলতে হয়। কোনও একটি আদর্শ অভিধান সংকলিত হয়নি তার কারণ আমরা পরে বিবৃত করতে চেষ্টা করব। এখন দেখা যাক অভিধান থেকে পাঠক যা পেতে চান তা পাওয়া যায় কিনা। সাধারণ পাঠক অভিধান ব্যবহার করন মূলত চারটি কারণগে; (১) শব্দের বৃংগতি; (২) শব্দার্থের ব্যাখ্যা; (৩) সঠিক বানান; (৪) উচ্চারণ।

এই চারটির মধ্যে সাধারণ পাঠক শব্দার্থ এবং বানান সম্পর্কেই বিশেষভাবে আগ্রহী। শব্দের বৃংগতি সম্পর্কে তাঁরাই অনুসন্ধিৎসু যাঁরা ভাষা নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করতে চান। শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করবার মতো কোনও সুনির্দিষ্ট রীতি নিয়ে এখন পর্যন্ত বিশদ ও স্থীরূপ আলোচনা হয়নি। যতদূর জানা যায় এ বিষয়ে দুটি মাত্র অভিধান উচ্চারণ নির্দেশ করতে এগিয়ে এসেছে কিন্তু তাদের অবলম্বিত পদ্ধতিও বিচারসাপেক্ষ।

ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের পর থেকেই আমরা ইংরেজি অভিধানের সঙ্গে পরিচিত। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রত্যহ আমাদের ইংরেজি অভিধান ব্যবহার করতে হত। কিন্তু বাংলা থেকে বাংলা অভিধান সংকলনে আমরা ইংরেজি অভিধানের আদর্শ গ্রহণ করতে



পারিনি। বিশেষ করে শব্দের অর্থ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। বাংলা অভিধান এখনো ‘আমর কোষে’র আদর্শ অনুসরণ করে আসছে বলা চলে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

ধরা যাক ‘সুন্দর’ কথাটি। এর অর্থ জ্ঞানেন্দ্রোমোহন দিয়েছেন:

‘মনোহর, সুন্দরপা, রমণীয়।’ সংস্কৰণ অভিধান অর্থ দিয়েছে—‘সুন্দর্য, শোভন, রূপবান, মনোহর।’ আবদুল ওদুদ ‘সুন্দর’-এর অর্থ দিয়েছেন এই: ‘সুন্দর, রূপের মনোহর।’

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে আমরা ‘সুন্দর’-এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা পাই না। হতে পারে, ‘সুন্দর’ কথাটির ব্যঞ্জনা বাংলা ভাষায় সংকীর্ণতর। শব্দটি যখন প্রথম অভিধানে স্থান পেয়েছিল তখন তার অর্থ ছিল সীমিত। এখন তার প্রয়োগ হয়েছে ব্যাপকতর। এই ব্যাপকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইংরেজি অভিধানে। অক্সফোর্ড কন্সাইজ অভিধান ‘বিউটিফুল’ শব্দের অর্থ দিয়েছে এই: ‘delighting the eye or ear, gratifying any taste; morally or intellectually impressive, charming or satisfactory’. ওয়েবস্টারস কলেজিয়েট অভিধানের অর্থ এইরূপ: ‘having qualities beauty of that sensuous or aesthetic pleasure’.



মিল্লতি : মুহাম্মদ হাসিবুর রহমান



সৌন্দর্য যে কী, তার কতকগুলি দিক আছে এবং সৌন্দর্যের উপলক্ষ যে শুধু চোখ দিয়ে হয় না, কান দিয়ে এবং হাত দিয়েও যে করা যায়, তা ইংরেজি অভিধানের সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয়। ইংরেজি ব্যাখ্যা থেকে sensuous, aesthetic, intellectual, moral ইত্যাদি সকল প্রকার সৌন্দর্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আমরা আশা করেছিলাম বাংলাদেশে নতুন উদ্যমে যে সব অভিধান সংকলিত হচ্ছে তাদের মধ্যে শব্দার্থ সংজ্ঞার আরো নতুনত্ব দেখতে পাব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে আশা পূর্ণ হয়নি। ঢাকার ‘ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে’ ‘বিবাহ’ শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘দারপরিগ্রহ; পরিগ্রহ; পাণিগ্রহণ।’

অভিধানের বানাননীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগেই বলেছি অধিকার্থ পাঠক অভিধানে শব্দার্থের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের সঠিক বানানটি জেনে নিতে চান। বাংলা বানানে যে বিশৃঙ্খলা দীর্ঘকাল যাবৎ রাজত্ব করছে তাতে সঠিক বানানটি উপস্থিত করা যাতো প্রয়োজনীয় ততটাই কঠিন। তবু আশার কথা এই যে গত দুই দশকে বাংলা বানান নিয়ে যে আলোড়ন চলছে তাতে বাংলা বানানে মতভেদও ও নেরাজ্য অনেকটাই করে এসেছে। কতকগুলো বানান-অভিধানও সংকলিত হয়েছে। আমাদের অভিধান সংকলকদের উচিত আগ্রহাতিশয়ে বৈপ্লাবিক কিছু না করে ডিলিতামুক্ত সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য বানানই গ্রহণ করা। বিতর্কিত বানান বিকল্প হিসাবে দেখানো যেতে পারে। কিন্তু মূলত স্থান পাবে অবিতর্কিত বানান।

তাহলে বর্তমান অভিধান থেকে আমরা বিশেষরূপে দুটি জিনিসের প্রত্যাশা করি। একটি হল শব্দার্থের সংজ্ঞা, অন্যটি প্রচলিত বানান। শব্দার্থের সংজ্ঞা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও অসম্পৃষ্ট ছিলেন। তাই তিনি শব্দের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞাকারকে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। (রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৩০)।

সংজ্ঞা যদি যথাযথরূপে রচিত না হয় এবং শব্দের অর্থ মনের উপর যদি ছাপ ফেলতে না পারে, তাহলে সাহিত্যপাঠের কিংবা বিষয়ায় মূল্যসূচক গ্রহণপাঠের মূল্য হ্রাস পায়। অভিধান তো শুধু এক শ্রেণীর হলেই পাঠকের প্রয়োজন মেটে না। শিশু কিশোর ছাত্রাত্মী ও বয়স্ক পাঠকদের জন্য শব্দার্থ-সংজ্ঞাও একটু তফাও হওয়া দরকার। কাব্য অল্পবয়সে যে সংজ্ঞা মনের মধ্যে ছাপ ফেলে যায় পরবর্তী জীবনে মনে সেটাই গাঁথা থাকে। সেইজন্য শিশু ও কিশোরের ব্যবহারোপযোগী অভিধানের সংজ্ঞা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যেমন, প্রচলিত অভিধানে ‘ওষধের’ সংজ্ঞা এই: ‘রোগের প্রতিকার বা প্রতিযোগিক দ্রব্য।’

ছেটদের জন্য এই সংজ্ঞাটিকে আরেকটু সহজ করে লেখা যেতে পারে—‘অসুখ ভালো হবার জন্য, অথবা যাতে না হতে পারে তার জন্য যে সব বড়ি, পাউডার মিক্সচার চিকিৎসক খেতে দেন: ‘ওষধ’।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান থেকে 'নমস্কার' ও 'প্রণাম' শব্দ দুটির অর্থ হলদ্বিগুম  
করা একটু কঠিন। ছেটদের জন্য সহজ করে কি এইভাবে লেখা যায় না :

‘নমস্কার’—‘দুর্ভাগ জোড় করে কপালে ঠিকিয়ে অভিবাদন; সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশের জন্য নমস্কার করা হয়। দেখা হলে এবং বিদায়ের সময় নমস্কার করা ভদ্রতা।’—

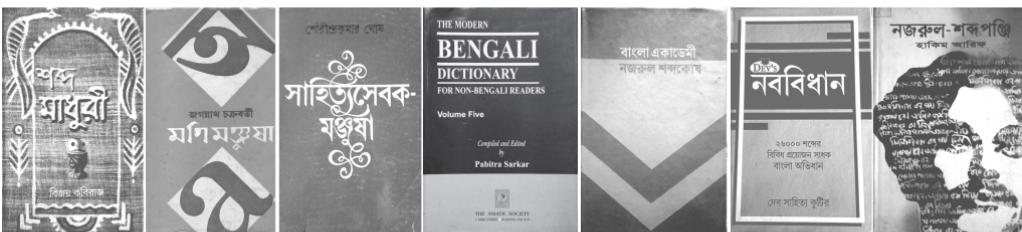
‘প্রগাম’—‘নত হয়ে আথবা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে ভক্তি বা আনন্দের প্রকাশ। হাত দিয়ে কিংবা মাথা দিয়ে গুরুজনের পা স্পর্শ করে সম্মান দেখানো।’—

সমকালীন সমাজে অভিধান বা অভিধানকার কেউই উপযুক্ত সম্মানলাভ করেন না ‘আমরকোষে’র রচয়িতা অমর সিংহকে রাজা নবরত্নের অন্যতম সভ্য হিসেবে সম্মানিত করেছিলেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে থেকে কিছু সম্মানলাভ করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ অভিধানকারই পৃষ্ঠার ভিত্তিতে পাওনা দেওনার চুক্তিতে আবদ্ধ। তাদের রয়্যালটি নেই, সুতরাং অভিধানের সঙ্গে সংকলনযোগিতাদের নিরিড যোগ বড় একটা থাকে না। এখন আমাদের যত অভিধান সংকলিত হচ্ছে তার অধিকাংশের মূলেই আছে একক প্রচেষ্ট। একক প্রচেষ্টা অভিধানে নানা ভুল আস্তি এবং একদেশশৰ্তার দোষ স্পর্শ করবার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা নিয়মিত আর্থের সরবরাহ। অক্সফোর্ড অভিধান সম্পূর্ণ হয়েছিল দীর্ঘ ৭৫ বছরের প্রচেষ্টায়। প্রামাণিক অভিধান করতে হলে সময়ের কথা ভাবা চলবে না। সংকলক যতক্ষণ সন্তোষ লাভ না করেন ততক্ষণ তাঁকে কাজ করে যেতে দিতেই হবে। যেমন ধরা যাক, অক্সফোর্ড অভিধানের ‘সেট’ শব্দটির অর্থ লিখতে সময় লিগেছিল সর্বমোট প্রায় ৮০ ঘণ্টা। শুধু তো সময় নয়, এর সঙ্গে জড়িত থাকে উপযুক্ত পরিমাণ আর্থের সংস্থান। শব্দার্থ লিখতে বসে অভিধানকার গবেষণা করতে পারেন না। সেটা সম্ভব নয়, কারণ তাহলে অভিধানের কাজই বন্ধ হয়ে যাবে। বস্ত্রনিরপেক্ষ যে সব শব্দ তাদের জন্য অভিধান-সংকলকের বিশেষ কোনও কোষগ্রহের সহায়তা আবশ্য প্রয়োজন। আবার পুরনো দৃষ্টান্তে ফিরে যাওয়া যাক। ‘মৃগ’, ‘কুরঙ্গ’, ‘হরিণ’ শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য কী তা প্রচলিত অভিধানে পাওয়া যায় না। কিন্তু সংস্কৃত ‘মৃগপক্ষীশাস্ত্র’ নামে একটি বই আছে, যাতে এদের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে দেখানো হয়েছে। আবার, তত্ত্বাত্মক সম্পদীয় কোনও শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা দিতে হলে সহায়তা করবে অটলবিহারী ঘোষ সংকলিত ‘তত্ত্বাভিধান’। বইটি নির্ভরযোগ্য, কারণ অটলবিহারী ছিলেন স্যার জন উড্রেফ-এর তত্ত্বচর্চার ঘনিষ্ঠ সহচর। বাংলায় এ জাতীয় কোষগ্রহের দৈন্য প্রামাণ্য অভিধান সংকলকের বড় অস্তরায়।

আরেকটি বড় প্রশ্ন— বিভিন্ন শ্রেণীর অভিধানে কোন শব্দ অস্তুরুক্ত করা হবে এবং  
কোন শব্দ করা হবে না— এই প্রশ্নের মীমাংসা কে করবে? যাঁরা শিক্ষা সমষ্টিতে গবেষণা

করেন এ বিষয়ে তাঁরা বিশেষজ্ঞপে সহায়তা করতে পারেন। পুঁথিগত বিষয়ের ওপর গবেষণা না করে গবেষকরা ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্যে কোন বয়সের লোক কোন শব্দ ব্যবহার করে থাকে তা তালিকাবদ্ধ করলে অভিধানকার বিশেষজ্ঞপে উপকৃত হবেন। কেউ যদি ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক বা গল্পের বই লিখতে চান— তাহলে কোন কোন শব্দ তাদের পক্ষে উপযোগী হবে সেটা লেখকের পক্ষে অনুমান করে নিতে হয়। সে অনুমান অনেক সময়ই যথার্থ হয় না। কিন্তু এই বয়সের ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলে ক্ষেত্রসমীক্ষার গবেষকরা যদি তালিকা তৈরি করেন তাহলে রচনার মান যেমন উন্নত হবে শিক্ষাও তেমনি হবে প্রকৃত জীবনের সঙ্গে যুক্ত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাইকেল ওয়েস্ট সংকলিত এইরকম একটি Service List of Words-কে আর্দশ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

জীবনের সকল বিভাগের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করবার মতো শব্দ ভাষায় থাকা চাই এবং অভিধানেও সেইসব শব্দের সৃষ্টি ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। যদি প্রয়োজনীয় শব্দ আমাদের ভাষায় না থাকে তাহলে সেই সব শব্দ অন্য ভাষা থেকে গ্রহণ করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের



প্রথম পর্বে অন্যভাষা থেকে শব্দগ্রহণের এই রীতি বিশেষজ্ঞপে প্রচলিত ছিল। ফারসি, ইংরেজি, পোতুর্গিজ, ফরাসি প্রভৃতি অনেক ভাষায় অনেক শব্দই বাংলায় প্রবেশ করে সাধারণ পাঠকের কাছে আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এখন দেখা যায় বহু শব্দ আমরা বিদেশী ভাষা থেকে নিয়ে কথাবার্তায়, এমন কী লেখাতেও ব্যবহার করি কিন্তু অভিধানে তাদের হালিদ মেলে না। শত শত ইংরেজি শব্দ, যাদের বাংলায় প্রতিশব্দ নেই, অপরিহার্য হলেও তারা আমাদের প্রচলিত অভিধানে স্থান পায়নি। এখানে আমরা কয়েকটি শব্দের তালিকা দিলাম: অ্যাকাউটেন্ট; অ্যাসেবলি, এয়ারকন্ডিশন; অ্যালবাম; একর; বোনাস; ব্রেড; বেসিন; ব্রেড; বেবি; কার, করপোরেশন; কাউপিল; ফেস্টুন; ফ্যামিলি; ফিশফাই; ফেয়ার; ফুড; ফাস্ট; হোম, হাউস, হার্ট, হেক্টর, ইঞ্জেকশন, লাধ, লঘ, ল্যাবরেটরি, মিটার; অপারেশন; পেশেন্ট; পার্ক; পাওয়ার: শ্যাম্পু; স্লো; সারভেন্ট; স্টাফ; সোফা; সুইচ; টিচার; থার্ড; ট্রাক্টর; ইউনিভার্সিটি একস-রে।

এরকম শত শত ইংরেজি শব্দ আমরা ব্যবহার করি কিন্তু অভিধানে স্থান পায়নি। সুতরাং শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্ণয় করা কঠিন কোন ভাষা থেকে এটি এসেছে, এর প্রকৃত রূপ ও বানান

এস. এম. মাহমুজ্জুল রহমান



কী। এইজনাই আমাদের প্রতিটি অভিধানই অসম্পূর্ণ। ইংরেজি ভাষায় কী কী ভারতীয় শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে তার অভিধান আছে; কিন্তু যে সব ইংরেজি শব্দ বাঙালির জীবনে সর্বদা ব্যবহৃত হয় তার কোনও তালিকা নেই। থাকলে অভিধান-সংকলনের পক্ষে সুবিধা হত। তাছাড়া এটাও লক্ষণ্য যে যিনি অভিধান সংকলন করেন তিনি সম্পৃক্ত শব্দগুলি সম্পৰ্কে উদাসীন। যেমন—‘ডিনার’ শব্দটি আছে কিন্তু ‘ব্রেকফাস্ট’ ও ‘লাষ্ট’ শব্দ দুটি অনুপস্থিত। মূল কথা হল বাংলা অভিধান একটি আরেকটির সামান্য অদলবদল করে নকলমাত্র। এইজনাই নতুন শব্দ অভিধানে বড় একটা যোগ করা হয় না।

জাতীয় জীবনে অভিধানের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। শুধু ভাষা শিক্ষার জনাই নয়, ব্যবহারিক জীবনেও এর প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে শব্দের সঠিক অর্থ সংজ্ঞা আপরিহার্য। আমাদের অভিধানে জীবন-সম্বন্ধীয় শব্দের স্বল্পতা চোখে পড়ে। এইসব শব্দ অভিধানে গৃহীত হলে লেখক ও পাঠক—দুই পক্ষেরই সুবিধা।

বাংলা অভিধানকে শুধু দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— এক, আকারে ছেট ও বড়। দুই, শব্দ সংখ্যা বেশি বা কম। কিন্তু যেসব দেশ শিক্ষায় উন্নত, সেখানে নানা মানের অভিধান আছে। শিশু, কিশোর, কলেজের ছাত্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য অভিধান সংকলিত হয়। আর এদের সংকলনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয় যৌথ উদ্যোগে সংকলিত প্রামাণ্য জাতীয় অভিধান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, আইন, মনোবিদ্যা প্রভৃতি প্রসঙ্গের পারিভাষিক শব্দার্থ।

যৌথ উদ্যোগে বৃহৎ আকারের অভিধান সংকলিত হলে অনেক ক্ষেত্র দূর হওয়া সম্ভব। শব্দ সংগ্রহ ব্যাপকতর হতে পারে, একাধিক লোক বিচার-বিশ্লেষণ করে শব্দার্থ নির্দিষ্ট করতে পারে। এই অভিধানই ছেট অভিধানের সংকলকদের পথ দেখাবে। সংজ্ঞা লেখককে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে তাঁর কাজকে। এলিয়ট বলেছেন, হাঁপানির রেগী যেমন অক্সিজেনের জন্য আঁকুপাঁকু করে, লেখকরা তেমনি বিশেষ স্থানে সঠিক শব্দটি বসাবার জন্য ব্যাকুল। এমনি ব্যাকুলতা থাকবে অভিধানের অর্থ সংজ্ঞা রচয়িতার।

টেনিসনের কথায়:

‘ওয়ার্ডস লাইক নেচার হাফ রিভাল

অ্যান্ড হাফ কনসীল দি সোল উইদিন’

যে অর্থ শব্দের গভীরে গোপনে আছে, তাকে প্রকাশ করাই অভিধানকারের প্রথান কাজ।

(সংক্ষেপিত)

## অভিধান দেখা থেকে পড়া

### সুবীর রায়চৌধুরী

ঢাকা 'বাংলা একাডেমী'-র উদ্যোগে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'পূর্ব পাকিস্তানী বাংলা আদর্শ অভিধান' সংকলনের কাজ শুরু হয়। প্রধান সম্পাদক ছিলেন ডেস্ট্রে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই পরিকল্পিত অভিধানটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। দ্বিতীয় খণ্ড, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। তৃতীয় খণ্ড, বাংলা সাহিত্যকোষ। এর মধ্যে প্রথম খণ্ড 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (বর্তমান নামকরণ বাংলাদেশ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান) ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রধান সম্পাদক শহীদুল্লাহ-র জীবনকালেই প্রকাশিত হয়। একাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাতী, মুনীর চৌধুরী, কাজী দীন মুহম্মদ। ডেস্ট্রে শহীদুল্লাহ-র নির্দেশিত পথ ও ঐতিহ্য অবলম্বন করে পরবর্তী কালে ঢাকার 'বাংলা একাডেমী' আরো অনেক কোষগ্রস্থ অভিধান প্রকাশ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশের একশ বছর হয়ে গেল। শেষ খণ্ড বেরোয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। শুধু ছাপতেই চুয়ালিশ বছর লেগেছিল। বিরতিহীন সম্পাদনার কথা তো ধরছিই না। 'অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্ষনারি' বহুদিন পর্যন্ত 'এ নিউ ইংলিশ ডিক্ষনারি' অন হিস্টারিক্যাল প্রিসিপ্লাস' নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কবি কোলরিজ-এর পোত্র হার্বার্ট কোলরিজ এই অভিধান প্রকল্পের প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে সম্পাদনার ভার দেওয়া হয় এফ জে ফার্নিভালকে। অভিধানটির প্রথম খণ্ড শেষপর্যন্ত ছাপার মুখ দেখে স্টেল্লান্ডবাসী শিক্ষক জেমস এ এইচ মারে-র সম্পাদনায়।

ভারত-ঝিটিশ সম্পর্কের স্থায়ী সৌধ এবং অচেছদ্য বন্ধন হল অভিধান। শুধু ভারতবর্ষ কেন, প্রাক্তন সমস্ত ঝিটিশ উপনিবেশগুলি বিষয়ে একই কথা বলে চলে। কমনওয়েলথ আজ আছে, কাল হয়তো না-ও থাকতে পারে, কিন্তু যতদিন এদেশে ইংরেজিচর্চ থাকবে, ততদিন 'অক্সফোর্ড অভিধান'ও থাকবে। অভিধান সংকলনের পদ্ধতির দিক দিয়েও অক্সফোর্ড আদর্শ। কিন্তু এই অভিধান শুধু পণ্ডিতদের সাহায্যে সংকলিত হয়নি, অনেক সাধারণ লোকও সাহায্য করেছিলেন। বিনা পারিশ্রমিকে বহু স্বেচ্ছাসেবক শব্দ সংগ্রহ করেছেন। একজন এক লক্ষ এবং আরেকজন ছত্রিশ হাজার উদ্ধৃতি পাঠিয়েছিলেন।

অভিধান আমরা দেখি, পড়ি না। কিন্তু এটি ছবির বইও নয়। বস্তুত এই বিশেষ প্রয়োগই বুবিয়ে দেয় যে, অভিধান হচ্ছে এমন গৃহ্য যা সবসময়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, অথবা পুরো বইটা একসঙ্গে পড়ার দরকারই হয় না। প্রিয় লেখকের প্রিয় বই জীবনে ক'বাৰ পড়বাৰ সুযোগ পাই আমরা? অবশ্য পেশাদার শিক্ষক বা ছাত্রের কথা আলাদা। তাছাড়া অভিজ্ঞতায়

মিলেন্টের আর্থিক ভাবে  
অভিধান  
আহমেদ বার্মিং প্রেস

উদ্বিদ্  
অভিধান  
অমৃতচৰণ বিদ্যাভূষণ



বাংলাভাষাগতি  
ঢাকার ভাষা  
অভিধান  
সুজন মুখ্যালয়



বিবিধ  
অভিধান  
১৯৪৮ সালে প্রকাশিত অভিধান  
সুজন মুখ্যালয়



বাংলা মুখ্যালয় অভিধান  
অসম অভিধান  
অসম সভা



চট্টগ্রামী ভাষার অভিধান  
ও  
গোকুল প্রেস





গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের সূচনা এইভাবেই। অন্যদিকে আদর্শ কথ্যভাষার তাগিদে অনেকে আধ্যাত্মিক ভাষাকে ধীরে ধীরে ত্যাগ করেন। কলকাতাবাসী সবাই কলকাতার আদিবাসী নন, কিন্তু প্রায় সবাই কলকাতার আদর্শ ভাষার কথা বলার পক্ষপাতী। গণনাট্য আন্দোলনের আগে পর্যন্ত বাংলা নাটকে ভাঁড়ামির প্রধান উপকরণ ছিল বাঙালভাষায় কথা বলা। এর মধ্যে যে সংকীর্ণতা প্রকাশ পায় তা অনেকেরই চোখে পড়ে না। অবশ্য দীনবঙ্গ মিত্র-র রামামাণিক্যকে ‘বাঙাল’ হতে হয়েছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। বাবুসমাজকে বোঝাবার জন্য শুধু নিমচাঁদ নয়, রামামাণিক্যও জরুরি। যাই হোক, পূর্ববাংলার আধ্যাত্মিক ভাষার প্রভাব আমাদের আদর্শ কথ্যভাষার ওপর খুব কম। যদিও অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে মূল ভাষার ওপর উপভাষার প্রভাব বেড়ে যায়। যেমন যুদ্ধের সময়। তখন বিভিন্ন জেলার লোকদের মধ্যে যাতায়াত, মানসিক আদান-পদান বেড়ে যাবার দরকন শব্দ ও উপকরণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রভাব স্বাভাবিক। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের জন-পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৩,৪৯, ২৬, ২৭৯। তার মধ্যে বাংলাদেশে (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে) জন্ম হয়েছে এরকম ব্যক্তির সংখ্যা



৩০, ৬৮,৭৫০। এছাড়াও অনেকে আছেন, যাঁদের আদিনিবাস পূর্ববঙ্গে কিন্তু এদেশে জন্মেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের লেখ্য ও কথ্য বাংলায় আধ্যাত্মিক শব্দের প্রভাব খুব অল্প। পূর্ববাংলা থেকে আগত বিরাট জনসংখ্যার অধিকাংশই ধীরে ধীরে হলেও স্পষ্টভাবে স্ব স্ব উপভাষা ত্যাগ করেছে কলকাতার নাগরিক হবার আকর্ণে। পূর্ববঙ্গীয় প্রধান উপনিবেশগুলিতে এখনও কিছুটা শুন্দি আধ্যাত্মিক ভাষার নমুনা পাওয়া যাবে, কিন্তু কৃতি-পাঁচিশ বছর বাদে কতটা থাকবে সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। গত শতকের কোনো-এক অঞ্জাত কবির ছড়ায় ‘তিন সেন’ কুখ্যাত হয়ে আছেন:

জাত মারলে তিন সেন  
কেশবসেনে, উইলসেনে, ইষ্টিসেনে।

তিন সেন অর্থাৎ ব্রাহ্মাধর্মের প্রবক্তা কেশবচন্দ্র সেন, উইলসনের হোটেল (যেখানে ছেলেরা নিযিন্দ্ব মাংস ভক্ষণ করত) আর ইস্টশন বা রেলগাড়ি (যেখানে উঠলে বর্ণবিচার চলে না) এসে হিন্দুর জাত মেরে দিল। এ যুগ সম্পর্কে তারই অনুকরণে বলা যায়:

ভাষা মারলে তিন সেনে

পার্টিশনে ক্যালকেশনে ডায়োসেশনে।

বলা বাহ্ন্য ভাষা বলতে এখানে উপভাষার কথা বলা হচ্ছে। পার্টিশন অর্থাৎ দেশবিভাগ, ক্যালকেশন বা কলকাতাইদের প্রভাব, ডায়োসেশন অর্থাৎ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি—এই তিনের চাপে উপভাষাগুলির অবস্থা শোচনীয়। রাজধানীতে বা প্রধান শহরগুলিতে আদর্শ মার্জিত ভাষার কথা বলতে পারা কৌলীন্যের প্রতীক। মেদিনীপুর থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত সব অঞ্চলের অধিবাসীরাই ‘নাগরিক’ হবার মোহে উপভাষাকে ক্রমশ বিসর্জন দিচ্ছেন। এমন অনেক শিক্ষিত পরিবার আছেন যাঁরা উপভাষায় কথা বলাকে নিন্দনীয় মনে করেন। পূর্ববঙ্গীয়-প্রধান উপনিবেশগুলিতেও এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিছুদিন আগেও যারা ‘হালা’ বলত ইতিমধ্যে তারা ‘ঞ্জা’ বলতে শুরু করেছে। কেননা এই পূরুষের সঙ্গে পূর্ববাংলার প্রত্যক্ষ যোগ ক্ষীণ। সুতরাং তাদের ওপর পিতৃপিতামহ কথিত আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব কমে আসবে। কেননা তারা জানে সিনেমা-থিয়েটারে লোকে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে লোকহাসানোর জন্য, বেড়িয়ো-টিভিতে কোনো বক্তাৰ উচ্চারণে আঞ্চলিক টান থাকলে



তাঁর বক্তব্য বা বক্তৃতা শোনার প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করেন না।

সুতরাং আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলনে উচ্চারণ এবং শব্দসংগ্রহের জন্য নির্ভর করতে হবে মুখের কথার ওপর। সাধারণ অভিধানে লিখিত সুত্র অনেক বেশি জরুরি।

এরপর আরেক ধরনের বিশেষ-অভিধানের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। সেটি হল উচ্চারণ অভিধান। বহু অভিধানে উচ্চারণ নির্দেশিত থাকে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ‘বাঙালা ভাষার অভিধান’-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৩৭ খ্রি) গৃহীত শব্দসংখ্যা এক লক্ষ পনেরো হাজার। এই অভিধানের একটি বৈশিষ্ট্য উচ্চারণ সংকেতের ব্যবহার। বাংলা অভিধানে সাধারণ উচ্চারণ দেওয়া থাকেন না। অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর ১৩৬১ বঙ্গাদে ‘বাংলা উচ্চারণ কোষ’ প্রকাশ করেন। এটি আকারে খুবই ছোট (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬০)। হারিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এ উচ্চারণনির্দেশ না দেবার পক্ষে বলেন:

ইংরাজী অভিধানের অনুকরণে প্রত্যেক শব্দের পরে তাহার উচ্চারণ দিব, মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার পরিচিত দুই একজন সাহিত্যিক এ বিষয়ে আমার সহিত একমত হইতে পারিলেন না দেখিয়া, আমি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছি। ...আর, বাঙ্গলা অভিধান

সংস্কৰণ  
বাংলা চিরিভিত্তিধান  
অন্তর্বর্তী প্রক্রিয়া  
সম্পাদনা প্রতিষ্ঠান

সিলেটের অভিধান  
অভিধান

উচ্চারণ অভিধান  
সংকলন বিষয়বস্তু

বাংলা হ্যাক্  
সমাজ ও অভিধান

সংসদ  
বাংলা সাহিত্যসভা  
TRI-LINGUAL DICTIONARY

বাংলাদেশ ও ভারতের  
পরিচয়াকামো

বাংলা একাডেমী চিরিভিত্তিধান  
বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি

সংস্কৰণ  
বাংলা চিরিভিত্তিধান  
অন্তর্বর্তী প্রক্রিয়া  
সম্পাদনা প্রতিষ্ঠান

সিলেটের অভিধান  
অভিধান

উচ্চারণ অভিধান  
সংকলন বিষয়বস্তু

বাংলা হ্যাক্  
সমাজ ও অভিধান

সংসদ  
বাংলা সাহিত্যসভা  
TRI-LINGUAL DICTIONARY

বাংলাদেশ ও ভারতের  
পরিচয়াকামো

বাংলা একাডেমী চিরিভিত্তিধান  
বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি

সংস্কৰণ  
বাংলা চিরিভিত্তিধান  
অন্তর্বর্তী প্রক্রিয়া  
সম্পাদনা প্রতিষ্ঠান

সিলেটের অভিধান  
অভিধান

উচ্চারণ অভিধান  
সংকলন বিষয়বস্তু

বাংলা হ্যাক্  
সমাজ ও অভিধান

সংসদ  
বাংলা সাহিত্যসভা  
TRI-LINGUAL DICTIONARY

বাংলাদেশ ও ভারতের  
পরিচয়াকামো

বাংলা একাডেমী চিরিভিত্তিধান  
বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি

বাঙালীরই জন্য, দেশগত কিছু উচ্চারণভেদ থাকিলেও বাঙালীর বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণ  
বুঝিতে তত কষ্ট হইবে না।

বলা বাঙ্গলা, উচ্চারণ না দেবার পক্ষে এ-যুক্তি খুব দৃঢ় নয়। সব ভাষার অভিধানই তো  
প্রধানত স্ব স্ব ভাষীদের জন্য। সেই কারণে কি উচ্চারণ দেওয়া থাকে না? বানান নিয়েও তো  
সাহিত্যিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সেখানে আভিধানিকেরা কী করেন?

বাংলা উচ্চারণকোষ সংকলনের সমস্যা অন্যত্র। আদর্শ কথ্য বাংলায় সব শব্দের উচ্চারণ  
নিয়মিত নয়। যেমন অ্যাকদা না একদা, উদ্যোগ না উদোগ, বিষবৃক্ষ না বিষবৃক্ষ, নিশ্চিত বা  
নিশ্চিত? হিন্দির প্রভাবে বাংলা উচ্চারণে হস্তের প্রভাব বেড়ে চলেছে। অনেকেই আজকাল  
বিবিধকে বিবিধ বলে থাকেন। জীবিত ভাষায় শব্দের উচ্চারণ অনেক সময়ে পালটায়।

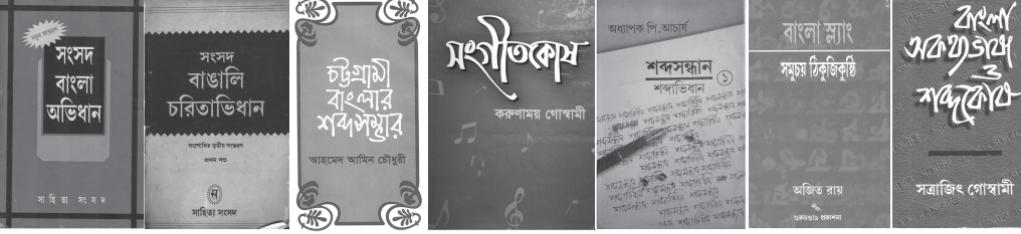
সুতরাং আদর্শ উচ্চারণ নির্ধারণের জন্য সমীক্ষা হওয়া দরকার। অভিনেতা, শিক্ষক  
আবৃত্তিকার, সংগীতশিল্পী, লেখক প্রভৃতি নানা জীবিকার ব্যক্তির কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ  
করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে প্রধান অবলম্বন যেমন থামের নিরক্ষর মানুষ,  
এক্ষেত্রে ঠিক উলটো। উচ্চারণ অভিধানে সহায়ক হবেন শহুরে শিক্ষিত ব্যক্তি। রেডিয়ো  
চিভি প্রভৃতি জনসংযোগ মাধ্যমগুলির সাহায্যে সেই সব উচ্চারণই ক্রমে ক্রমে সর্বস্তরে  
গৃহীত হবে।

অভিধান সংকলনের নানা সমস্যার পর ওঠে সংকলকের সমস্যা। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,  
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, রাজশেখর বসু, ডেক্টর সুকুমার সেনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা  
সঙ্গেও বলতেই হয় একক প্রচেষ্টায় সাধারণ অভিধান প্রণয়নের দিন আর নেই। একা একা  
হয়তো বিশেষ-অভিধান সংকলন করা যায়, কিন্তু জ্ঞানের শাখাপশাখা এত বেড়েছে, মানুষের  
জীবিকাও এত বিপুল ও বিচিত্র (আর প্রত্যেক জীবিকাতেই কিছু নিজস্ব শব্দ এবং অপশব্দ  
থাকে) যে একজনের পক্ষে সব শব্দ সংগ্রহ করা অসম্ভব। তাছাড়া অনবরত নতুন শব্দ গৃহীত  
হচ্ছে, নতুন পরিভাষা তৈরি হচ্ছে। একজনের পক্ষে তার হিশেব রাখা অসম্ভব। এমনকি  
যেসব অভিধান যৌথভাবে সংকলিত, সেখানেও চাহিদার চেয়ে অনেক কম ছাপা হয়।  
কেননা 'বিরতিহীন সম্পাদনা' ছাড়া অভিধান অচল।

কথাটা আরও বিশদভাবে বলা দরকার। জীবন্ত ভাষা মানেই চলন্ত। এর শব্দভাণ্ডারের  
অর্থ বদলাতে পারে, উচ্চারণ বদলাতে পারে, মানে বদলাতে পারে। এই পরিবর্তন বিষয়ে  
অভিধানিকদের সজাগ হতে হবে।

আমাদের শেষ বক্তব্য অভিধান ব্যবহারকারীদের বিষয়ে। অনেকের ধারণা, সব অভিধানই  
সমান নির্ভরযোগ্য এবং অভিধানমাত্রই অস্বাভুত। ছাপার অক্ষরের প্রতি মোহ হয়তো এর  
কারণ। সম্পূর্ণ নির্ভুল অভিধান প্রায় আকাশকুসুমের মতো। বারবার সংশোধন এবং





সংযোজনের মধ্য দিয়ে অভিধান ব্যবহারোপযোগী হয়। সেই আর্থে জীবিত ভাষার মতো অভিধানও চলস্ত।

অনেক অভিধানিক আবার বিধায়কের ভূমিকা নেন। তাঁরা ভুলে যান যে তাঁরা শব্দসংগ্রাহক, নিয়ামক নন। কোনো শব্দকে অভিধানে স্থান দিয়ে ‘অশুদ্ধ’ নির্দেশ করা অথবাইন। কেননা বহুল প্রচলিত বলেই তো তাঁরা শব্দটিকে স্থান দিচ্ছেন। তাঁরা বড়জোর বিকৃত শব্দটির (সে বানানের দিক দিয়ে হোক অথবা মানে বা উচ্চারণের দিক দিয়ে হোক) মূল নির্দেশ করতে পারেন ইশকুল, গোলাশ, ডাঙ্গার, হাসপাতাল এগুলি মূল শব্দের উচ্চারণে বাংলায় গৃহীত হয়নি। তাই বলে কি এগুলি অশুদ্ধ?

ঈশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ থেকে মুহূৰ্মদ শহীদুল্লাহ, রাজশেখৰ বসু পৰ্যন্ত অনেকেই বিশেষ বৰ্ণ বৰ্জন অথবা সংযোজন কৰেছেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে খুব সতৰ্ক না হলে পরিণামে সৰ্বনাশ হতে পারে। একটি ভাষার বৰ্ণমালার সঙ্গে তার সমাজ, সংস্কৃতি এবং ধৰনিচেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোনো একটি বর্ণের উচ্চারণ বিৱল বা লুপ্ত হয়ে গেলে তাকে বৰ্জন কৰা অবৈজ্ঞানিক। কেউ কেউ আবার বৰ্ণসংস্কার এবং বানানসংস্কারকে একাকার কৰে ফেলেন। কিন্তু বৰ্ণসংস্কারের বিপদ অনেক। এর ফলে ব্যৃৎপত্তি-অভিধান সংকলনে অসুবিধা হবে। কেননা অনেক বণ্ঠি তো সাধাৰণ মানুষ ভুলে যাবে। দ্বিতীয়ত, পরিভাষা সংগ্রহে আমরা এখনও পৰ্যন্ত সংস্কৃতের ওপৰ অনেকটাই নির্ভৰ কৰি। অথচ বৰ্ণসংস্কারের অৰ্থ হল সংস্কৃতের উন্নৰাধিকারকে অস্বীকার কৰা। স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাষার মানে এই নয় যে তার কোনো পূৰ্বপুৱ্য নেই। একমাত্ৰ কৃত্রিম ভাষার ক্ষেত্ৰে সেটা হতে পারে।

আভিধানিক হলেন একই সঙ্গে পৰ্যবেক্ষক এবং সমীক্ষক। তিনি ভাষার নিয়ম তৈরি কৰেন না, তিনি প্রচলিত ধাৰাকে শৃংখলাবদ্ধ কৰেন। ব্যাকরণের মাস্টামশাই যতই আক্ষেপ কৰলেন, আভিধানিক যতই বিশুদ্ধ হোন না কেন, আজকাল আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই বক্তব্য আৰ বলি না, বক্তব্য রাখি। বহু লেখক, সাংবাদিক, বক্তা বলার চেয়ে রাখায় বিশ্বাসী। অন্যদিকে সৱকারবাহাদুর হাজার চেষ্টা কৰেও রেজিস্ট্ৰেশন-এর বদলে নিবন্ধন চালু কৰতে পারেননি। গাঁয়ের অশিক্ষিত লোক বৰং বিকৃতভাবে ‘রেজিস্টাৰ’ বলবে, কিন্তু ‘নিবন্ধন’ কথানোই বলবে না। অথচ শেয়োজ্ঞ সংস্কৃত থেকে গৃহীত।

কেউ কেউ মনে কৰতে পারেন আমি নৈৱাজ্যকে প্ৰশ্ৰয় দিচ্ছি। তা কিন্তু নয়। আভিধানিকের প্ৰধান উপায় হল নমুনা সংগ্ৰহ-নিখিত এবং কথ্য উভয় উৎসেই তাঁকে যেতে হবে। কোনো বিশেষ শব্দ বা বাগ্ধাৰা কোনো ভাষার গভীৰে কতটা প্ৰবেশ কৰেছে, সেটা যাচাই কৰা যায় ‘ব্যবহাৰেৰ পৌনঃপুনিকতা’ দিয়ে। কিন্তু আভিধানিক যদি ‘শুন্দতাৰাদী’ হন, তাহলে চলস্ত ভাষার প্ৰবণতা তিনি ধৰতে পাৰবেন না। ফলে তাঁৰ অভিধানেৰ ব্যবহাৰিক উপযোগিতাও কমে যাবে।

এই প্ৰবন্ধে আমি আমাৰ পূৰ্বপৰিকাশিত কয়েকটি প্ৰবন্ধেৰ অংশবিশেষ ব্যবহাৰ কৰেছি।

(সংক্ষেপিত)

# ‘আধুনিক’ বাংলা অভিধান: কিছু সংলগ্ন ভাবনা

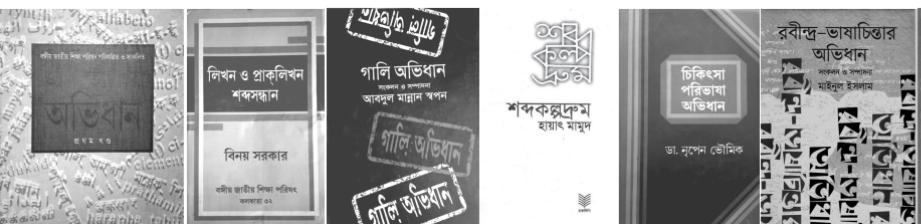
নির্মল দাশ

বাংলা অভিধান নিয়ে নতুন করে বিচার-বিবেচনা করার আগে প্রচলিত বাংলা অভিধানগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করা দরকার। বাজার-চলতি অভিধানগুলিকে প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: বড় ও ছোট; বলা বহুল্য, এই বিভাজন সংশ্লিষ্ট অভিধানের আকার তথা কলেবরের দিক থেকে। বড় অভিধানগুলির মধ্যে হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ (২ খণ্ড) ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ‘বাঙালা ভাষার অভিধান’ (১খণ্ড) এবং রাজশেখের বসু-সংকলিত ‘চলন্তিকা’ (১ খণ্ড) আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সুপরিচিত। এই চারটি অভিধানটি দুই শ্রেণীর অভিধানের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করে প্রস্তাবিত পর্যালোচনা করা যেতে পারে। হরিচরণ ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন—উভয়ের পরিকল্পনাতেই বহুব্যাপ্ত উচ্চাশার পরিচয় আছে, উভয়েই প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাদি ছাড়াও তাঁদের সমকালীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দও অভিধানের অঙ্গরূপ করেছেন, এবং উভয়েই শব্দের অর্থের সঙ্গে তার ব্যৃৎপত্তি ও প্রয়োগ সম্পর্কে সভাব্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যোগ করেছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহনে একটু অতিরিক্ত বিষয় পাওয়া যায়, স্থানে শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে, এবং মাঝে মাঝে ‘প্রাদেশিক’ তথা উপভাষিক শব্দও গৃহীত হয়েছে। তবে, হরিচরণ ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের গৌরব ও কৃতিত্বের প্রতি সমৃচ্ছিত সম্মান জানিয়েও একেবারে সাম্প্রতিক কালের সাধারণ বাঙালি পাঠকের দিক থেকে এই অভিধান দু'টির ব্যবহারগত উপযোগিতা সম্পর্কে কিছু তোলা যেতে পারে।

প্রথমত, হরিচরণ ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সাম্প্রতিক অফসেট পুনর্মুদ্রণে পুরনো সংস্কারগুলিই (হরিচরণ, ২য় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৪৮/ইং ১৯৪১ এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ২য় সংস্করণ, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৭) অবলম্বিত হয়েছে। অফসেট পুনর্মুদ্রণ বলেই কোনো নতুন সংযোজন হ্যানি। ফলে অভিধান দু'টির সাম্প্রতিক সংস্করণগুলি শব্দসম্ভারের দিক থেকে যথেষ্ট updated বা সাম্প্রতিক নয়; ফলে সময়ের দিক থেকে হরিচরণ প্রায় ৪৫ বছর এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রায় ৫০ বছর পশ্চাদ্বর্তী। বাংলার মতো একটি সচল ও সবেগ ভাষার অভিধানের পক্ষে এই ৪০/৫০ বছরের পশ্চাদ্বর্তীতা তার ‘আধুনিক’ হবার পক্ষ একটি বড় আস্তরায়।

দ্বিতীয়ত, ৪০/৫০ বছরের নতুন শব্দের সংযোজন ছাড়াও ৪০/৫০ বছরে অনেক ক্ষেত্রে পূর্বপ্রচলিত শব্দের যে নতুন অর্থভাস ঘটেছে, একদিকে তারও যেমন সংযোজন দরকার, অন্যদিকে তেমনি এই ৪০/৫০ বছরে পূর্বপ্রচলিত তদ্বিব, দেশী ও তথাকথিত অজ্ঞাতমূল শব্দের উদ্ভব ও ব্যৃৎপত্তি সম্পর্কে যেসব নৃতনতর ব্যাখ্যা ও গবেষণা হয়েছে অভিধানে তারও যথাযথ সম্বিশেশ প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, হরিচরণ ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নতুন করে বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আছে। হরিচরণের অভিধানে যদিও ‘প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও নবীন বাংলা



অসমের ভাষার চৈতৃ

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের  
১০ এপ্রিল ১৯৭৫  
সংসদ

ভাষা বিষয়ে  
বিস্তৃত বিবরণ  
বাংলা ভাষার অভিধান

বাংলা ভাষার  
বাকির বাকির  
বাকির বাকির

ক্লাইয়েন্স সম্পর্কসমূহ

জন্ম ও জীবন

সমার্থাভিধান  
১ম খণ্ড

গদ্য-পদ্য-পুস্তক-সমূহ ও নাটক-প্রভৃতি হইতে আবশ্যক বা উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত শব্দই' সংকলিত হয়েছে, তবু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মূলত সংস্কৃতপঞ্চ। তাঁর গ্রন্থ পরিকল্পনাতে বিশেষভাবে Monier-Williams-এর সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের গভীর প্রভাব ও অনুগমন লক্ষ্য করা যায়, এজন্য তাঁর অভিধানে এমন শব্দও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা কথনো বাংলায় ব্যবহৃত হয়নি; প্রকৃতপক্ষে, 'এই অভিধানে সংস্কৃত পাঠার্থীরাও' যাতে 'বিশেষ উপকার' হয় সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। অভিধানে বাংলার এলাকাকে অতিক্রম করে সংস্কৃতের এলাকাকে স্পর্শ করার অভিপ্রায় থাকায় বাংলা-ভোক দিক থেকে তাঁর অভিধান স্থানে স্থানে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিস্ফোরিত হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে অবশ্য বাঙালিয়ানা তুলনামূলকভাবে বেশি; তবু দুটি ব্যাপারে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টা পুনর্বিচারসামগ্রে: ১. 'প্রাদেশিক' কথা কথ্য শব্দের অন্তর্ভুক্তি, ২. উচ্চারণ-নির্দেশ। সাধারণ অভিধানে কথ্য শব্দ অন্তর্ভুক্ত হতে বাধা নেই, যদি সেই শব্দ সাহিত্যে বহুব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং/অথবা শব্দটি যদি মান্য (Standard) ভাষার সমীপবর্তী হয়, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কথ্যশব্দ অন্তর্ভুক্তির পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট বা যুক্তিসিদ্ধ নীতির অনুগামিতা নেই, ফলে তাঁর অভিধানে কথ্য শব্দের অন্তর্ভুক্তি যদৃচ্ছাক্রমে সংঘটিত হয়ে অভিধানকে স্থানে স্থানে ভাবিক মান্যতার কেন্দ্র থেকে দৈর্ঘ্য সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া, তাঁর উচ্চারণ-নির্দেশের মধ্যেও সব সময় যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না, বিশেষত, 'আ' এর প্রকৃত [o] ও বিকৃত [o] উচ্চারণ-নির্দেশের ব্যাপারে, যেমন, তাঁর মতে 'সন্দিঙ্গ'-'স' নিহিত 'আ' প্রকৃত, কিন্তু 'সন্দিহান'-এর 'স' নিহিত 'আ' বিকৃত অর্থাৎ 'ও'র মতো; তেমনি তাঁর মতে 'ভালো'র 'ল' অ-অন্ত, কিন্তু 'ভাল লাগা', 'ভালবাসা', 'ভাল করে' ইত্যাদির 'ল' ও-অন্ত, এসব ক্ষেত্রেও একটি মান্য নীতি অবলম্বিত হওয়া উচিত।

অন্যদিকে ছোট অভিধানের মধ্যে 'চলন্তিকা' ও 'সংসদ অভিধান' নানাদিক থেকে বাহ্যিক বর্জন করে 'সহজে নাড়াড়া করিতে পারা'র উপযোগী হয়ে উঠেছে। তবে এক্ষেত্রেও up-dating বা সাম্প্রতিকীকরণের প্রসঙ্গ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কারণ চলন্তিকা-র সাম্প্রতিক সংস্করণগুলির বিজ্ঞাপনে সংশোধন ও পরিবর্ধনের আশ্বাস থাকলেও অভিধানের ভিতরে আদি-সংকলন রাজশেখারের সময়-সচেতন শব্দসমূহিত্বার কালোপযোগী অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায় না; সুতরাং up-dating বা সাম্প্রতিকীকরণের প্রশ্নে চলন্তিকা বিশ কয়েক বছর পিছিয়ে আছে। অন্যদিকে, সংসদ অভিধান-এর যে 'সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ' (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ১৯৮৫) এখন বাজারে পাওয়া যায়, তারিখের দিক থেকে তা অন্য অভিধানগুলোর চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক অগ্রবর্তী, এবং তাতে এমন সব শব্দ head word হিসাবে গৃহীত হয়েছে যা আধুনিক বাঙালি জীবনে খুবই প্রচলিত; যেমন: মস্তান, ঘেরাও, লাগাতার, বন্ধ (head word হিসাবে গৃহীত হলস্ত অর্থাৎ 'বন্ধ/বন্ধ'- হওয়া উচিত ছিল), লোডশেডিং, নকশাল, যানজট এমনকি পেঁদানো/পেঁদানি,



সংসদ অভিধান



Md. Golam Ali



Md. Golam Ali



Md. Golam Ali

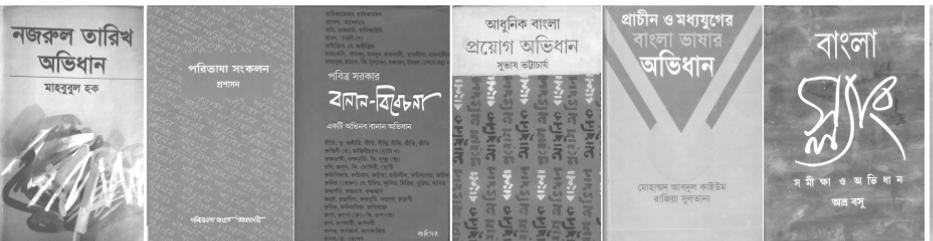


Md. Golam Ali



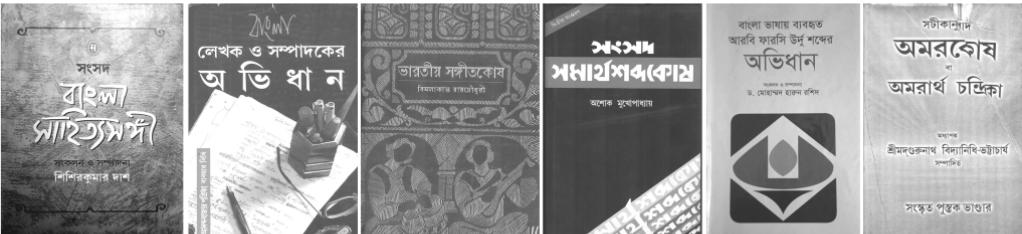
Md. Golam Ali

গাঁজানো/গেঁজানো— ইত্যাদি প্রশংসনীয়ভাবে উপস্থিত, এদের অনেকগুলি চলন্তিকায় নেই এবং সেদিক থেকে ‘সংসদ’ ‘চলন্তিকা’-র চেয়ে সাম্প্রতিকতর। তবে এখানে কতকগুলি বিষয় চিন্তা করতে হবে: ১. সংসদে অনেক সাম্প্রতিক শব্দও যেমন আছে, তেমনি অনেক সাম্প্রতিক ‘রেজিস্টার’ তথা শব্দও অনুপস্থিত, যেমন (ট্রেড-ইউনিয়ন তথা রাজনীতিতে) লক আউট, লে-অফ, চামচা, মোর্চা, কর্মবিরতি, কমরেড, ক্যাডার, বুর্জোয়া, অবস্থান ধর্মঘট, পদ্যাত্মা, ইত্যাদি; (সাজ-সজ্জা প্রসাধন) বেল-বটম, বাবা সুট, সাফারি সুট, কাপতান, শ্যাম্পু, ইত্যাদি; (খাদ্য-পানীয়) পকোড়া/কোড়া, আইসক্রিম, চকোলেট, মালাইকারি, রায়তা, দেসা/ধোসা, মেনু, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ শব্দসংগ্রহ যতটা সাম্প্রতিক মনে হচ্ছে, আসলে ততটা নয়; কাগণ শব্দসংগ্রহ ও অর্থনির্দেশের অস্তরালে কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না। তাহলে বাংলায় বহুপ্রচলিত স্টেডিয়াম, ইনিংস, রিলে ইত্যাদি ক্রীড়াবিষয়ক শব্দও বাদ পড়ত না, কিংবা ‘ক্রিকেট’ শব্দের অর্থে ইংরেজদের খেলাবিশেষ, ব্যাট-বল খেলা’ উল্লিখিত হত না। ২. অনেক পূর্বপ্রচলিত শব্দ সাম্প্রতিক কালে যে নতুন অর্থমাত্রা লাভ করেছে, সেগুলি সংসদের সাম্প্রতিকতম সংস্করণে গৃহীত হয়নি। ৩. সংসদে



যেসব সাম্প্রতিক শব্দ গৃহীত হয়েছে তাদের অর্থনির্দেশ যথাযথ বা সম্পূর্ণ নয়। যেমন, সংসদে, ‘নকশাল’ শব্দটির অর্থ: ‘মাও-সে-তুং কর্তৃক ব্যাখ্যাত মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী’ চরম উপগম্ভী কর্মিউনিস্ট। (দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি)’। এখানে স্পষ্টই মনে হয় যে শুধু “দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি” এইটুকু উল্লেখ না করে ওই স্থানের সঙ্গে উক্ত মতবাদের সম্পর্কের ইতিহাসও সংক্ষেপে উল্লেখ করা সমীচীন, এই উল্লেখ সমসাময়িকের কাছে হয়তো তেমন জরুরি নয়, কিন্তু আগামী দিনের অর্থজিজ্ঞাসুর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসদের অর্থনির্দেশও অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট; যেমন: ‘লোডশেডিং’-সংসদে অর্থ: ‘বিদ্যুৎ-শক্তির সাময়িক ক্রিয়ালোপ; গতিশীল বিদ্যুৎ-প্রবাহ কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকা’। বলা বাহ্যিক, এই অর্থনির্দেশ বিভ্রান্তিকর; কেননা, সকলেই জানেন ‘লোডশেডিং’ একটি সচেতন পরিকল্পনার সক্রিয় পরিণাম, কিন্তু বিদ্যুৎ-শক্তির সাময়িক ক্রিয়ালোপ’ ওই সচেতন পরিকল্পনা ছাড়াও অন্য কারণে ঘটতে পারে, সুতরাং সংসদের ব্যাখ্যা থেকে ‘লোডশেডিং’-এর প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায় না। তার বদলে ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English’ (1982

Impression)-এ ‘loadshedding’-এর যে মানে পাওয়া যায় তা স্পষ্ট ও যথাযথ: ‘cutting off the supply of current on certain lines when the demand for current is greater than the supply’। সংসদ অভিধানের গোড়ার সহায়ক প্রাথমিক অভিধান দুটির প্রবণতা ‘সংসদে’ কতখানি সঞ্চারিত হয়েছে তা গভীর বিবেচনার বিষয়। আসলে, ‘চলন্তিকা’র চেয়ে ‘সংসদে’ সাম্প্রতিক শব্দের অন্তর্ভুক্তির অনুপাত কিছু বেশি হলেও শব্দের প্রাথমিক অর্থব্যাখ্যায় দুটি অভিধান অনেকক্ষেত্রে প্রায় সরঞ্জার সদৃশ; যেমন, ‘ঈথর, ইথর’ শব্দের অর্থ: (চলন্তিকা) ‘সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী বায়ব পদার্থ। ether’। (সংসদ) ‘অতি সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী বায়ব পদার্থবিশেষ; আকাশ। [ইং ether]’ এখানে ‘সংসদ অভিধানে’ ‘আকাশ’ entryটি অতিরিক্ত হলেও ‘ইথর’-এর অর্থজিজ্ঞাসুর পক্ষে তা খুব একটা সহায়ক নয়। পক্ষান্তরে, পূর্বোক্ত ইংরেজি অভিধানে ‘ether’ সম্পর্কে যে entry পাওয়া যায় তা ইংরেজি-জানা আধুনিক পাঠকের বহুযৌগিক জিজ্ঞাসার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী: “1. liquid made from alcohol, used in industry, and medically as an anaesthetic. 2. medium through which, it was once believed, light waves were transmitted through all space. 3.



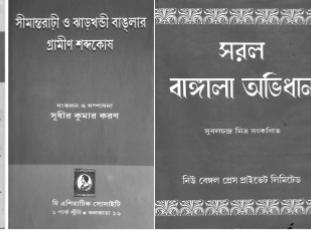
(poet) the pure, upper air above the clouds”। তাছাড়া, দুটি অভিধানের অর্থনির্দেশ ক্ষেত্রবিশেষে কৃষ্টিত ও সেই কারণে বিভিন্নকর, যেমন, ‘বেশ্যা’ শব্দের অর্থ: [চলন্তিকা] ‘গণিকা, পণ্যাঙ্গনা, বারানারী, বারাঙ্গনা, রূপজীবা; আবার, গণিকা—‘বৃহভোগ্য, বারাঙ্গনা, বেশ্যা’; [সংসদ] ‘বারাঙ্গনা, গণিকা, দেহোপজীবিনী’; আবার, বারাঙ্গনা—‘বেশ্যা, বারানারী’। এক্ষেত্রে, দুটি অভিধানেই প্রতিশব্দগুলি চূকাকারে আবর্তমান, ফলে কোনোক্রমেই উল্লিখিত শব্দটির প্রাথমিক অর্থ প্রকাশে সমর্থ নয়; পক্ষান্তরে উল্লিখিত ইংরেজি অভিধানটিতে ‘prostitute’ শব্দের অর্থনির্দেশ নৈর্ব্যক্তিক, খাজু, এবং সেই কারণে যথাযথ: ‘a person who offers herself/himself for intercourse for payment’ এই অরঞ্জিত স্পষ্টবাদিতা আগামী দিনের বাংলা অভিধানে একান্তভাবে কাম্য। আসলে, অভিধানের পক্ষে সাম্প্রতিক বা আধুনিক হবার অর্থ শুধু প্রকাশকালের দিকে থেকে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকা নয়, কিংবা পরবর্তী সংস্করণে পূর্বতন সংস্করণের অতিরিক্ত কিছু শব্দ ইতস্তত গুঁজে দেওয়া নয়। পরিবর্তমান সামাজিক বাতাবরণ—তার প্রবণতা, প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অভিধানের আধুনিকতার অন্যতম প্রাক্-শর্ত।



সুতোৱাং দেখা যাচ্ছে, বাংলায় অনেকগুলো ভালো অভিধান চালু থাকলেও আগামী দিনের জন্য নতুন করে বাংলা অভিধান তৈরি করার দরকার আছে। তবে সেক্ষেত্রে দেশ-কাল-মানুষের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। Lexicon Webster Dictionary-র একটি সাম্প্রতিক (১৯৭৭) সংস্করণের প্রকাশক জানিয়েছেন যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমরা একবিশ্ব শাতান্তীতে গিয়ে পৌঁছব, তাই অভিধানের পরিকল্পনায় সেই আগামী দিনের কথা মনে রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক বাংলা অভিধান-প্রণেতাকেও এই দ্রুত কালপ্রাহের কথা মনে রাখতে হবে এবং বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা অগ্রগতির ফলে মানবসংসারের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে তার দিকে দৃষ্টি রেখে নতুন অভিধানে নতুন নতুন শব্দকে সাগ্রহে ঠাই করে দিতে হবে। তার জন্য শুধু সাহিত্য নয়, সংবাদপত্র, প্রচার পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি আপাত-তুচ্ছ ক্ষেত্র থেকেও শব্দ খুঁটে নিতে হবে।

তৃতীয়ত, আর একটি কথা, সেটি যে-কোনো বাংলাভাষীর পক্ষেই জরুরি। দেশবিভাগের পর নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে ‘বাংলাদেশ’ নামে যে নতুন বাংলাভাষী রাষ্ট্রটির অভুদয় হয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের চলিত বাংলাই মান্যভাষা-রূপে স্থীরূপ, কিন্তু তা সত্ত্বেও, সূক্ষ্ম ভাবে দুই বাংলার শব্দপ্রয়োগে পার্থক্য দেখা দিতে শুরু করেছে, যেমন, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি যেখানে বলেন, ‘মালপত্র নিয়ে লোকটা বেপাতা’, বাংলাদেশের ভাষায় সেখানে ‘মালামাল নিয়ে লোকটা লাপাতা’; আমরা যদি বলি ‘বিজ্ঞান কমজোরি ছিল বলে গাড়ির ধাকায় ভেঙে পড়েছে’, ওঁরা বলবেন, ‘বিজ্ঞান নাজুক ছিল বলে...’ ইত্যাদি। কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দও ওখানে মান্যতা লাভ করেছে [যেমন, ‘প্রতারণা’ অথে ‘ধাপলা’]। এইভাবে চললে হয়তো আগামী পঞ্চাশ বছরে দুই বাংলার ভাষিক কাঠামো মূলত এক থাকলেও শাব্দিক এলাকা অনেকাংশে পৃথক হয়ে পড়বে, এবং তখন হয়তো বাংলা অভিধানে এখনকার ইংরেজি অভিধানের মতো শব্দের পাশে তার প্রয়োগগত এলাকা নির্দেশ করতে হবে। এ-কাজ যদি করতেই হয়, তবে ঐতিহাসিক কারণে এখন থেকেই তার সূচনা হওয়া ভালো।

তৃতীয়ত, উচ্চারণ প্রসঙ্গ। বাংলাভাষার মান্য উচ্চারণ সম্পর্কেও বাঙালি বৈয়াকরণ, ভাষাতাত্ত্বিক, অভিধানকর ও সাহিত্যিকেরা অনেকদিন ধরেই নানা নিয়ম নির্দেশ করে আসছেন, তবু বাংলা উচ্চারণ এখনো পুরোপুরি মান্যীকৃত হয়নি। অবস্থা আরও জটিল হয়েছে দেশবিভাগের ফলে। দেশবিভাগের পর বিপুলসংখ্যক ভিন্ন উপগোষ্ঠীর মানুষ রাঢ়ী-উপভাষা-এলাকায় এসে উপনিবিষ্ট হয়েছেন এবং প্রতিপদে রাঢ়ীর উচ্চারণভঙ্গির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে গিয়ে বিভাস্ত হয়েছেন ও হচ্ছেন; অন্যদিকে মান্য উচ্চারণের প্রায় সহজাত অংশীদার রাঢ়ী উপভাষীরাও অ-রাঢ়ী উচ্চারণের দ্বারা পরোক্ষ ও দূরাগতভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন। সবচেয়ে বিভাস্ত দেখা দিচ্ছে শব্দের আদ্য অ-র উচ্চারণে [‘কর্তব্য—



করতোবো, না কোরতোবো ? ‘গন্ধ’— গন্ধো, না গোন্ধো ? ‘মশা’— মশা, না মোশা ?] এছাড়া চ-বর্গের ধনিণগুলি ও শিস্থনির উচ্চারণেও বিচ্যুতি ও বিভাস্তির অবকাশ আছে। শব্দের দ্বিতীয় স্বরলোপও উচ্চারণের মান্যতার পক্ষে সমস্যা সৃষ্টি করে (পরিত্র সরকারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ‘বিমাত্রিকতা, না দ্বিতীয় স্বরলোপ’: ভাষা। সুনীলকুমার সংখ্যা, ১৯৮২)। [সুতরাং আধুনিক বাংলা অভিধানে উচ্চারণ-নির্দেশও একটি জরুরি কর্তব্য বলে গণ্য হওয়া দরকার, যদিও জননেন্দ্রমোহন ছাড়া আর সব অভিধানকারই এদিকটি এড়িয়ে গিয়েছেন।

তবে আধুনিক বাংলা অভিধান তৈরি করার আগে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ অভিধানটি কে ব্যবহার করবে ? ইস্কুলের ছাত্র, বাড়ির খবরের কাগজ-পত্র গিন্ধি, নভেল-পত্র বেকার বা চাকুরে বউ-ঝি, ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউটর, অফিসের কেরানি বা অফিসার অথবা কোনো অবাঙালি ব্যবসায়ী বা প্রশাসক ? না বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক কিংবা অধ্যাপক ? প্রথম শ্রেণীর লোকদের পক্ষে অভিধান জরুরি বই নয়, তাঁরা অন্য কাজে ব্যস্ত, খুব একটা বিপাকে না পড়লে তাঁরা অভিধানের পাতা ওল্টাবেন না; তবে যখন ওল্টাবেন তখন যেন তা ‘সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় [তাহাতে] মোটামুটি কাজ চলে’। সুতরাং এই ধরনের অভিধান এক খণ্ড সম্পূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এবং তা বিপুল ও দুর্বল না হওয়াই ভালো। আসলে, এই ধরনের অভিধানের কাজ হবে বাঙালিকে তার নিজের ঔপন্থিক সীমার উর্ধ্বে উর্থে বাংলার মান্য রূপের লিখিত, পঠিত ও কথিত অনুশীলনে সহযোহিতা করা। এই ধরনের অভিধান এইভাবে পরিকল্পিত হতে পারে: মুখশব্দ [head word]— তারপর পূর্বনির্ণয়িত চিহ্নের দ্বারা উচ্চারণ-নির্দেশ; পদবিভাগ, ও তৎসহ স্তরনির্দেশ (গ্রাম্য, কথা ইত্যাদি); উৎস-নির্দেশ ও বুৎপত্তি; সহজ শব্দ, বাক্যাংশ বা বাকো প্রাথমিক অর্থ-নির্দেশ; উদাহরণ দিয়ে প্রয়োগ-নির্দেশ; প্রতিশব্দ [প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিপরীত শব্দ ও পদান্তরণ নির্দেশ করা যেতে পারে]। অন্যদিকে, পুরোকৃত দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের কাছে অবশ্য অভিধান খুব জরুরি বই, কারণ এটি তাঁদের নিত্যচর্চার অনুবন্ধ। এর জন্য তাঁরা সময় ও শ্রম দিতেও পরামুখ নন, তাই এঁদের ব্যবহার্য অভিধান কলেবেরে বহুল ও বহুগুণিত হলেও ক্ষতি নেই, এবং সেই কলেবেরাবাস্থলোর সুযোগে তাতে প্রথম শ্রেণীর অভিধানের প্রকরণগুলি ছাড়াও যুক্ত হতে পারে আরও কতৃগুলি প্রকরণ, যেমন: শব্দের ইতিহাস, প্রথম প্রয়োগ ও পরবর্তী পরিণাম; অর্থস্তর; তুলনামূলক পর্যালোচনা; শব্দের উচ্চারণ ও বানানের কালাস্ত্রযৌগী বিবরণ ও পরিবর্তন নির্দেশ ইত্যাদি।

সুতরাং, আধুনিক বাংলা অভিধান হবে দুই স্তরে পরিকল্পিত: সংহত ও সুবহৃৎ। প্রথমাতির ব্যবহার ইস্কুল, গেরস্ত বাড়িতে ও অফিস-আদালতে; দ্বিতীয়টির ব্যবহার গবেষকের এনক্রেভে বা অধ্যাপকের টেবিলে। তবে দুই ধরনের অভিধান পরিকল্পিত ও সম্পাদিত হওয়া উচিত একই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্ববধানে, কারণ তাতে দুই অভিধানের মধ্যে উদ্দেশ্যগত সীমা ও সামঞ্জস্য যথাসম্ভব রক্ষিত হবে।

(সংক্ষেপিত)

## প্রায়-বিস্মৃত একটি অভিধান

### সুভাষ ভট্টাচার্য

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বাঙ্গালা শব্দ-কোষ খণ্ডে খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই অসামান্য কোশগ্রন্থটির কথা আজ তেমন আর লোকে মনে রাখেনি। একে কেন অসামান্য বলছি তা পরে বলা যাবে। আপাতত এইটুকু বলি যে, ১৩২০ বঙ্গাব্দে, ইংরেজি ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রথম দু-খণ্ড আর ১৩২১ বঙ্গাব্দে আরো দুটি খণ্ড প্রকাশ করে। দেখা যাচ্ছে যে, এইভাবে খণ্ডে খণ্ডে কোশ প্রকাশ করা সেকালের একটা রীতিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যোগেশচন্দ্রের এই অভিধান যথার্থ আধুনিক বাংলা অভিধানের সূচনা করেছে একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

### দুই

যোগেশচন্দ্রের শিক্ষা এবং চর্চার বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করলে অবাক হতেই হয়। এম.এ. পাশ করেছিলেন উত্তিদিবিদ্যায়, অধ্যাপনাও, স্বত্ববতই, ওই বিষয়ে। কিন্তু কলেজীয় পঠন ও অধ্যাপনার বাইরে তাঁর চর্চার ক্ষেত্রটি ছিল সুবিস্তৃত। ভাষাচর্চা, জ্যোতিষচর্চা, জীবনচরিত রচনা, শিল্পকলার চর্চা, জ্যোতির্বিদ্যা-চর্চা প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চা বহু বিষয়ে তাঁর নিরস্তর অনুধ্যান আমাদের বিস্মিত করে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, ওই সংস্থার সভাপতিও হয়েছিলেন। তাঁর বিদ্যাবন্তর স্থীরূপ হিসেবে পূরীর পণ্ডিতসভা তাঁকে ‘বিদ্যানিধি’ উপাধিতে ভূষিত করে। আমরা যে বাঙ্গালা শব্দ-কোষ-এর কথা বলেছি, তা ছাড়াও তিনি রচনা করেছেন পূজাপূর্বক, বাঙ্গালা ভাষা, বেদের দেবতা ও কৃষ্ণিকাল, আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, রত্নপরীক্ষা, চন্দ্রীদাস চরিত এইসব পুস্তক। সুনীর্ধজীবী ছিলেন যোগেশচন্দ্র। ১৯৫৬ সালে মৃত্যু হয় সাতানবই বছর বয়সে।

আমি আক্ষেপ করে বলেছি, যোগেশচন্দ্রের অসামান্য অভিধানটির কথা এখন বড়ো-একটা কেউ বলেন না, মনে রাখেন না। আক্ষেপ এই কারণে যে, সত্যিই তাঁর অভিধানটি অসামান্য এবং অভিনব। কেন অসামান্য আর কেনই বা অভিনব সেকথা বলি এবার।

বাংলা অভিধানের রচয়িতারা শব্দ নির্বাচনের সময় তৎসম-অতৎসম ভেদ রাখেন না। চন্দ্র, গ্রহ, পঞ্চী যেমন আসে, তেমনি চাঁদ, বই, পাখি। এটাই বহুকালের দন্তর। যোগেশচন্দ্রের এই অভিধান সেদিক থেকে অনেকটাই আলাদা। দেখা যাক, কী বলেছেন তিনি—“বাঙ্গালা ভাষায় বহু বহু সংস্কৃত শব্দ চলিতেছে। বস্তুতঃ বিভক্তিহীন যাবতীয় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে। যে সকল শব্দ স্পষ্ট সংস্কৃত, উচ্চারণে না হইলেও বানানে সংস্কৃত, সে সকল



বাঙালি ও বাঙালী  
বাদুল মুকুল বাদুল

বৃহৎ পরিচয়

BAGHABRIJAL MALLI, R. N. & CO.  
Bengali Booksellers, Distributors & Publishers  
Santiniketan, Bolpur, Nadia  
Bengal, India, South Asia

ভূগোল পরিচয়

বাগুল পরিচয়

বার্ষিক বাণী অভিধান  
বার্ষিক বাণী অভিধান

কলাবিহীন চৰকৰী

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাহের  
১৫ তারিখ মুদ্রণ

প্রক্ষেপ

পরিচয়ের জন্ম—অভিধান

BAGHABRIJAL MALLI, R. N. &amp; CO.

পরিচয়ের জন্ম—অভিধান

বাগুল পরিচয়

বার্ষিক বাণী অভিধান  
বার্ষিক বাণী অভিধানকলাবিহীন চৰকৰী  
বার্ষিক বাণী অভিধান

শব্দের নিমিত্ত সংস্কৃত শব্দ-কোষ আছে। কিন্তু বাঙালা প্রয়োগে যে সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থাত্তর ঘটিয়াছে, সে সকল শব্দ এই কোষে পাওয়া চাই। তদ্ব্যতীত বাঙালা ভাষায় প্রচলিত যাবতীয় শব্দের ব্যৃত্পত্তি অর্থ-প্রযোগ-প্রদর্শন এই শব্দকোষের উদ্দেশ্য।”

যোগেশচন্দ্র, বোঝাই যাচ্ছে, জেরটা দিয়েছেন অতৎসম শব্দের উপর। তাঁর অভিধানে আছে আজস্র দেশজ শব্দ, বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দ এবং অন্য ভাষা থেকে নানাভাবে রূপান্তরিত বাংলা শব্দ। তাঁর অভিধানে পাই— আঁকুড়, আঙ্গট, কুমারীলতা, ককা, কুচাল, খিলি, খেঁচড়া, খোপরী, চুলকা, টঙ্গশ-টঙ্গশ, জাঁকড়, নিরোগ— এইরকম আজস্র শব্দ। শুধু যে এই ধরনের দেশজ বা অস্ট্রিক বা অতৎসম শব্দই যোগেশচন্দ্র তাঁর অভিধানে বিবৃত করেছেন, তা নয়। সেইসব শব্দের ব্যৃত্পত্তি দেখিয়েছেন যতদূর সন্তুর।

না, শুধু এই কারণেই এই অভিধানটিকে আমি অভিনব বা অসামান্য বলিনি। যাকে আমরা বানানের স্বচ্ছ রূপ বা transparent form বলি, বহু পণ্ডিত ও ভাষাবিশেষজ্ঞ যার সমক্ষতা করেছেন, কিন্তু করা যায়নি বহুকাল পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যা শেষ পর্যন্ত করতে পেরেছিল ১৯৯৭ সাল নাগাদ, তা সেই ১৯৯৩ সালে যোগেশচন্দ্র করে ফেলেছিলেন। তিনি তাঁর অভিধানে আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে শব্দগুলো ছেপেছেন এইভাবে— অত্রস্থ (অত্রস্থ নয়), স্থান (স্থান নয়), বঙ্গ, বিরুদ্ধ, শক্তা, বিভক্তি, বরুণ, চাঁধওল্য, উদ্বার, কিন্তু। এছাড়া গু, বু, শু, হু, কু, হ তো আছেই।

যে-কাজ করতে ভাষামন্ত্র বাজালি গবেষক ও প্রকাশকদের এতগুলো বছর লেগে গেল, বস্তুতপক্ষে, যে-কাজ সকলে এখনও করে উঠতে পারেননি, সেই কাজ যোগেশচন্দ্র কী করে একশো বছর আগে করে ফেলেলেন তা ভেবে অবাক না হয়ে পারিনা। আশ্চর্যের কথা যোগেশচন্দ্রের এই অসামান্য অভিধানটির পুনর্মুদ্রণে বহুকাল পর্যন্ত কোনো প্রকাশক আগ্রহ দেখাননি। বইটির প্রথম প্রকাশের প্রায় সন্তুর বছর পরে ভূজ্যপত্র প্রকাশনা সেই কাজটি করেছে অবশ্য।

তবে ভূজ্যপত্র-এরও একটা ক্রটি ঘটেছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর অভিধানের নাম দিয়েছিলেন— বাঙালা শব্দ-কোষ। ভূজ্যপত্র মাঝের হাইফেনটি ছেঁটে ফেলেছে। একথা নিশ্চয় মানবে যে, হাইফেনটির দরকার ছিল না। কিন্তু লেখকের দেওয়া নামের বানান পালটে দেবার কথা না ভাবলেই ভালো হত। তবে ভূজ্যপত্র-এর পক্ষে এটাই বলব যে, অভিধানটির প্রথম অংশ যখন তাঁর বাঙালা ভাষাগ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ হিসেবে ছাপা হয়, তখন তার নাম হয়েছিল বাঙালা শব্দকোষ। আরো একটা কথা, ভূজ্যপত্র পারত না কি বইটির নামপত্র স্বচ্ছ হরফে ছাপতে? অর্থাৎ বাঙালা-র বদলে বাজালা কি করা যেত না? বিশেষত যখন যোগেশচন্দ্র নিজে তা-ই চেয়েছিলেন।

(সংক্ষেপিত)

# আঠারো-উনিশ শতকের বাংলা অভিধান: তথ্যপঞ্জি

সংকলন: রাজীব চক্রবর্তী

Vocabulario em idioma Bengala E

Partuguez

মানোএল্ দা আসসুম্পসাম

পোতুগিজ মিশনারিদের উদ্ঘোগে

পোর্টুগালের রাজধানী লিসবন থেকে

প্রকাশিত, ১৭৪৩

বাংলা ও পোতুগিজ ভাষার শব্দকোষ,

রোমক হরফে লিখিত



বাংলার— প্রতির বাংল হয়েছে এখন কো

The Indian Vocabulary

সংকলক অঙ্গাত

লন্ডন থেকে প্রকাশিত, ১৭৮৮

রোমক হরফে এবং রোমক বর্ণমালার

ক্রম অনুসরণে বাংলা ও ইংরেজি

অভিধান; পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৬+১৪; শব্দ

সংখ্যা প্রায় ১৫০০।



An Extensive Vocabulary,  
Bengalies and English (ইঙ্গরাজি ও  
বাঙালি বোকেবিলরি)

সংকলক হিসাবে কারও নাম নেই,  
কিন্তু গ্রাহাম শ তাঁর, Printing in  
Calcutta to 1800 বইতে জনেক  
অ্যান্টনি ডিস্যুজা নামক এক  
পোতুগিজ বংশোদ্ধৃত প্রিস্টান ব্যক্তির  
নাম করেছেন। কলকাতার ক্রনিক্যাল  
প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং এ. আপজন  
কর্তৃক প্রকাশিত, ১৭৯৩  
বাংলা শব্দমালা বাংলা লিপিতে  
মুদ্রিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৫; বাংলা  
হরফে মুদ্রিত প্রথম বিভাষিক অভিধান



A Vocabulary, In two parts,  
English and Bongalee And Vice  
versa

হেনরি পিট্স ফস্টার

“Press of P. Ferris and Co.”,

কলকাতা থেকে প্রকাশিত, ১৭৯৯

(প্রথম খণ্ড) এবং ১৮০২ (দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম খণ্ড ইংরেজি থেকে বাংলা এবং

দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা থেকে ইংরেজি

অভিধান; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২১ এবং ৪২৩

যথাক্রমে। ১৮৩০-এ এই সংস্করণের

একটি পুনর্মুদ্রণ হয় কলকাতার  
কাশীটোলা স্ট্রিট থেকে।

শব্দসিদ্ধি

পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় (জেমস

লঙ্গ-এর তালিকা অনুসারে)

প্রকাশক অঙ্গাত (ছাপা হয়েছিল  
কলকাতায়), ১৮০৯

জেমস লঙ্গের বর্ণনা অনুসারে “In  
1809 Pitambar Mukherjea of  
Utarpara, published the Sabda  
Sindhu, or meanings in Bengali of  
the Amara Kosh, a Sanskrit  
Dictionary”

সংস্কৃত শব্দাঃ বংগদেশীয় ভাষাচ

Vocabulary Sunskritand Bengalee

আখ্যাপত্রে গ্রহকারের নাম নেই

Hindoostanee Press থেকে

Thomas Hubbard কর্তৃক

মুদ্রিত, ১৮০৯

লন্ডনের ইঞ্জিয়া অফিস লাইব্রেরির  
বাংলা গ্রন্থ তালিকা অনুসারে—  
“Vocabulary, Sanskrit and  
Bengalee (and Oriya), pp. 200,  
24x15 cm. Calcutta. 1809”

A Vocabulary, Bengalee and English, for the Use of Students  
মোহনপ্রসাদ ঠাকুর  
Hindoostanee Press থেকে Thomas Hubbard কর্তৃক মুদ্রিত, ১৮১০  
১৮১৫ এবং ১৮৫২তে যথাক্রমে  
দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত  
হয়। এটি বাঙালি প্রণীত প্রথম  
ইংরেজি-বাংলা অভিধান (যদিও  
জেমস লঙ্গ-এর তালিকায় Sanders  
Cones Co. থেকে প্রকাশিত  
মোহনপ্রসাদের অভিধানের  
প্রথম সংস্করণের সাল উল্লিখিত  
হয়েছে ১৮০৫)

Dictionary of the Bengali Language  
উইলিয়াম কেরি  
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮১৫-১৮২৫  
১৮১৮ তে এই অভিধানের দ্বিতীয়  
এবং ১৮২৫-এ দ্বিতীয় সংস্করণের  
পুনর্মুদ্রণ ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে  
প্রকাশিত হয়। ৮০,০০০ শব্দ সংবলিত  
এটি বাংলার প্রথম আধুনিক অভিধান

বঙ্গভাষাভিধান A Vocabulary of the  
Bengali Language  
রামচন্দ্র বিদ্যাবাচীশ (ভট্টাচার্য)  
কলকাতা, ১৮১৭

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২০, তৃতীয় সংস্করণ  
১৮৫২; ৩৫০০টি শব্দ আছে এতে  
A Sunscrit Vocabulary (containing  
the Nouns, Adjectives verbs, and  
indeclinable particles, most  
frequently occurring in the  
Sunscriit language arranged in  
Grammatical Order with  
explanations in Bengalee  
and English)

উইলিয়াম ইয়েট্স  
ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি,  
ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস,  
কলকাতা, ১৮২০  
সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি শব্দ  
যথাক্রমে নাগরী, বাংলা ও ইংরেজি  
হরফে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০০

Vocabulary, English, Latin  
and Bengali

রামকৃষ্ণ সেন  
কলকাতা, ১৮২১  
প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৯; দ্বিতীয়  
খণ্ড ইংরেজি, ফরাসি ও বাংলা  
শব্দাবলী সংকলিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৩

An Abridgement of Johnson's  
Dictionary in English and  
Bengali, peculiarly calculated for  
the use of Native as well as  
European Students

জন মেন্ডিস  
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ১৮২২  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৯, দ্বিতীয়  
সংস্করণ ১৮৫১



ইংরেজি বাংলা অভিধান  
লেভেন্ডিয়ার  
“লেভেণ্ডের সাহেবের  
ছাপাখানাতে”—সমাচার-দর্পণ,  
১৮২৪  
লঙ্গের বর্ণনা অনুসারে—  
“Lavandier...translated Mylius’  
School Dictionary”,  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০০

A/Glossary/Bengali and English,/ To explain/The Tötä-itihas,/The Batrī Singhāsan,/The History of Rājā Krishna Chandra,/The Purusha-Parikhyā,/The Hitopadēsa (Translated by Mrityunjaya.)

জি সি টটেন

Cox and Baylis, Great Queen Street, London-এ মুদ্রিত, ১৮২৫  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪

শব্দার্থ  
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য  
বহরা, ১৮২৫ (১২৩২ বঙ্গাব্দ)

আধ্যাপত্রের বিবরণ— “ভগবান অমর সিংহ কৃত অভিধান অকারান্ত্রিকমে ভাষায় বিবরণ করিয়া শব্দার্থ নাম রাখিয়া...”, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬০, ১৮০০ শব্দ সংকলিত

A/Dictionary/in Bengalee and English  
তারাচাঁদ চক্রবর্তী  
কলকাতা, ১৮২৭  
বাঙালি প্রগৌত প্রথম বাংলা-ইংরেজি

অভিধান, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০, প্রায় ৭৫০০ শব্দ সংকলিত

দ্বিভাষার্থকাভিধান,/or/A Dictionary/of the/Bengali Language/with/Bengali Synonyms/and/An English Interpretation,/Compiled from native and other authorities.

উইলিয়াম মটন

H. Townsend কর্তৃক মুদ্রিত এবং  
বিশপ কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮২৮  
একাধিক বাংলা ও ইংরেজি প্রতিশব্দ  
এই অভিধানের বৈশিষ্ট্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা  
৬৬০, শব্দ সংখ্যা ১৬০০০

A Companion to Johnson’s Dictionary Bengali and English  
জন মেডিস

শ্রীরামপুর প্রেস, শ্রীরামপুর, ১৮২৮  
এই অভিধানের নাম নিয়ে সংশয়  
আছে; শেষ সংস্করণ ১৮৫১; পৃষ্ঠা  
সংখ্যা ৫৩০, শব্দ সংখ্যা ৩৬০০০



THE MODERN ANGLO BENGALI DICTIONARY

(In 6 Volumes)

(Volume-I)

CHARUCHANDRA GUHA



কালমন্ডির।

সং. পঃ. ভক্তবৰ্ত হিন্দুস্থানে, কলকাতা।  
২। টাই. মুদ্রণন।

এবং ১৮৫১-তে যথাক্রমে দ্বিতীয়,  
তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সংস্করণ  
প্রকাশিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪০, শব্দ  
সংখ্যা ২৫০০০

A School Dictionary, English  
and Bengalee

জে ডি পিয়ার্সন

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক  
প্রকাশিত, ১৮২৯

স্কুল পাঠ্য ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষ

শব্দকল্পনাতিকা

জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক

শ্রীরামপুর প্রেস, ১৮৩১

অমরকোষের বাংলা অনুবাদ; ১২৬০

বঙ্গবৰ্দ (১৮৫৩) এবং ১৮৫৬-তে

যথাক্রমে দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংস্করণ

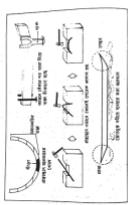
প্রকাশিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৭

A Dictionary Bengali and  
Sanskrit Explained in English  
জি সি হটেন

J L Cox and Son, Great Queen  
Street, লন্ডন থেকে মুদ্রিত এবং  
Parbury, Allen & Co., Leadenhall  
Street কর্তৃক বিক্রীত, ১৮৩৩

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের  
জন্য প্রকাশিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৫১;  
৮০,০০০ শব্দ সংকলিত

A Dictionary in English and  
Bengalee; translated from Todd's  
Edition of Johnson's English  
Dictionary  
রামকুমার সেন



শুভ্র বাংলা শব্দকোষ  
১৮৩৩ সালে প্রকাশিত  
১৮৩৩ সালে প্রকাশিত এবং ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪০, শব্দ সংখ্যা ২৫০০০

CHITTAGONG BENGALI TRANSLATION OF THE  
A DICTIONARY OF THE BENGALI LANGUAGE  
BY ALEXANDER CAREY

WITH THE HINDU AND TIBETAN VOCABULARIES  
AND THEIR VARIOUS MEANINGS

W. CAREY

CAREY'S  
A DICTIONARY OF THE  
BENGALI LANGUAGE  
(HINDU AND TIBETAN)  
বাংলা-ইংরেজ শব্দকোষ

EDITION FOR THE HINDU AND TIBETAN VOCABULARIES  
AND THEIR VARIOUS MEANINGS

W. CAREY

EDITION FOR THE HINDU AND TIBETAN VOCABULARIES  
AND THEIR VARIOUS MEANINGS

W. CAREY



শব্দকল্পনাতরঙ্গিনী  
জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক  
ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকে  
মুদ্রিত, ১৮৩৮

আখ্যাপত্রের বিবরণ—“গোড়ায়

সাধুভাষ্য সহিত সংমিলিত পারসীয় ও  
আরবীয় ও ইংলণ্ডীয় ও হিন্দুস্থানীয়

শ্রীরামপুর প্রেস, ১৮৩৪

দুই খণ্ডে সংকলিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০৮  
(প্রথম খণ্ড) এবং ৫২৩ (দ্বিতীয় খণ্ড);  
মোট শব্দ সংখ্যা ৬০,০০০

A Dictionary of the Principal  
Language spoken in the Bengal  
Presidency, viz. English, Bāngālī<sup>i</sup>  
and Hin̄hūstani  
পি এস ডি'রোজারিও

G Woollaston, Commercial Press,  
কাশীটোলা, কলকাতা থেকে  
মুদ্রিত, ১৮৩৭

সম্পূর্ণ রোমক হরফে মুদ্রিত

ইংরেজি-বাংলা-হিন্দুস্থান অভিধান

ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ সহ, পৃষ্ঠা

সংখ্যা ৫২৫, শব্দ সংখ্যা

ন্যান্ধিক ২৪,০০০

A Dictionary in English Bengali  
and Manipuri

সংকলক আজ্ঞাত

ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, সার্কুলার রোড,  
কলকাতা, ১৮৩৭

ইংরেজি-বাংলা-মণিপুরি ভাষার

অভিধান রোমক হরফে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা  
সংখ্যা ৩৪১, শব্দ সংখ্যা ১১,০০০

ভাষা সকলকে শব্দরূপে সংস্থান  
সম্বন্ধে তদর্থ”; পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৩

#### নূতন অভিধান

জগন্মারায়ণ শৰ্মা (মুখোপাধ্যায়)  
কলকাতা, ১৮৩৮  
বাংলা অভিধান, দ্বিতীয় সংস্করণ  
১৮৫৬; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৫, শব্দ  
সংখ্যা ১৬,০০০ (লঙ্গ-এর তালিকা  
অনুসারে ১৮৪০-এ প্রকাশিত  
১২০০০ শব্দ সমষ্টি একটি  
অভিধানের উল্লেখ আছে)

#### শব্দার্থ প্রকাশাভিধান

তারাচন্দ্র শৰ্মা  
“কলিকাতা পদ্মালয় যন্ত্রে”  
মুদ্রিত, ১৮৩৮  
বিদেশি শব্দ বর্জিত কিন্তু দেশি শব্দ  
স্থান পেয়েছে; পরবর্তী সংস্করণ  
১৮৫৫ (সাড়ে আট হাজার শব্দ  
সংকলিত); পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৯

ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান  
লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার  
কলকাতার পূর্ণচন্দ্ৰোদয় যন্ত্রে  
মুদ্রিত, ১৮৩৮  
ফারাসি-বাংলা অভিধান; পৃষ্ঠা সংখ্যা  
৩৬, মোট শব্দ সংখ্যা নূনাধিক ২৯০০

#### পারসীক অভিধান

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার  
শ্রীরামপুরে মুদ্রিত, ১৮৩৮  
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি, ফারসি  
শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সহ,  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪, শব্দ সংখ্যা ২৫০০

পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান

নীলকমল মুস্তোফী  
সংবাদ পূর্ণচন্দ্ৰোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত,  
১৮৩৮ (১২৪৫ বঙ্গাব্দ)

বাংলায় প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের  
অভিধান “সর্বমত লিখন পঠনে এবং  
রাজ কার্যে ব্যবহার করণে উপযুক্ত শব্দ  
ঘটিত”; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬, শব্দ সংখ্যা  
৩০০০ প্রায়

বঙ্গাভিধান— A Bengali-English  
Dictionary

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার  
সমাচার দর্পণ প্রেসে মুদ্রিত, ১৮৩৮  
দ্বিভাষিক বাংলা-ইংরেজি অভিধান

#### অজ্ঞাত

ব্ৰজনাথ তক্তভূষণ  
অজ্ঞাত, ১৮৩৮  
জ্ঞানান্বেষণ পত্ৰিকার ১৮৩৮ সালেৰ  
৪ঠা আগস্ট সংখ্যায় ব্ৰজনাথেৰ  
প্ৰকাশিতব্য “এতদেশীয় ভাষার”  
অভিধানেৰ একটা বিজ্ঞাপন দেখা যায়,  
তবে এ অভিধান প্ৰকাশ পেয়েছিল  
কিনা সে নিয়ে সন্দেহ আছে।

পারস্য-ভাষানুকল্পাভিধান

বিপশ্চীমান মহেশেন  
শিবাদহ নিবাসী পীতাম্বৰ সেনেৰ সিঙ্গু  
যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৩৯ (১২৪৬ বঙ্গাব্দ)  
সৱকারি কাজে ব্যবহাৰ্য ফারসি শব্দ  
বঙ্গাক্ষৰে লিখিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪

বঙ্গভাষাভিধান  
রামেশ্বর তর্কালঙ্কার  
কলকাতা, ১৮৩৯

লঙ্গ-এর তালিকা অনুসারে এই  
অভিধানের প্রকাশ কাল ১৮৩৯ হলেও  
ত্রিপিচি মিউজিয়ামের নথি অনুসারে  
তার প্রকাশ কাল ১৮৩০; পৃষ্ঠা সংখ্যা  
৪৭৩, শব্দ সংখ্যা ১৮,০০০

A Dictionary of the Bengalee  
language, Vol. II, English and  
Bengalee

পি এস ডি'রোজারিও  
চার্চ মিশন প্রেস, আৰামপুৰ, ১৮৩৯  
তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩২

বঙ্গভাষাভিধান  
হলধর ন্যায়রত্ন  
আৰামপুৰ, ১৮৩৯  
৬২৬৪টি বাংলায় প্রচলিত সংস্কৃত  
শব্দের বর্ণানুক্রমিক বানান অভিধান,  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০১

বঙ্গভাষাভিধান  
সংকলক অজ্ঞাত  
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের “বাঙাল  
গেজেটি যস্তালয়ে” মহেশচন্দ্ৰ  
বন্দোপাধ্যায় কৰ্তৃক বহুবা প্রামে  
মুদ্রিত, ১৮৩৯ (১২৪৬ বঙ্গাব্দ)  
“বালকদিগের শিক্ষার্থে অকারান্দি  
শক্কারাস্ত শব্দ অনুলোমে তদৰ্থ  
তত্ত্বায় বিন্যাস”, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২২,  
শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৫০০

List of Proper Names Occurring  
in the Sacred Scriptures

কলকাতা ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি  
ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, সার্কুলার রোড,  
কলকাতা, ১৮৪০  
শ্রীস্তীয় শাস্ত্রেলিখিত নামের ঠিক  
বানানের অভিন্ন নীতি প্রয়নের জন্য  
প্রকাশিত; পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০০, শব্দ  
সংখ্যা প্রায় ৩,৫০০

A Dictionary of the Bengalee Language,  
Vol. I, Bengalee and English

সংকলক অজ্ঞাত  
শ্রীৱামপুৰ, ১৮৪০  
এটি কেরিৱ অভিধানের সংক্ষেপিত  
রূপ, দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১০

Persian and Bengali Dictionary

জয়গোপাল (লঙ্গের তালিকা  
অনুসারে)  
প্রকাশক এবং মুদ্রক অনুপ্লেখিত,  
১৮৪০  
২৫০০ ফারসি শব্দ বর্ণানুক্রমে বাংলা  
অর্থ সহ সজ্জিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪

Polyglot Mūnshi or Vocabulary,  
Exercises, pleasant stories, etc.  
etc. etc. in English, Persian,  
Hindi, Hindusstānī and Bengālī  
মুসি দেবীপ্রসাদ রায়  
ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, সার্কুলার রোড,  
কলকাতা, ১৮৪১  
দেশীয় এবং ইউরোপীয় ছাত্রছাত্রীদের  
জন্য লিখিত পাঁচমিশালি প্রস্তু; পৃষ্ঠা  
সংখ্যা ১৩৫



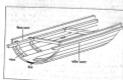
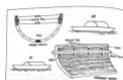
English and Bengali Dictionary  
জে সাইক্স  
ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮৫০  
স্কুলের ব্যবহার্য অভিধান

English and Bengali Vocabulary  
of Poetical Reader No. II  
বি সি মুখার্জি (B. C. Mookerjee,  
An Ex-student of the  
Hooghly College)  
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রেন্দ্য প্রেস থেকে  
মুদ্রিত, ১৮৫১  
হিন্দু কলেজ এবং কাশীপুর  
ইন্সটিউশনে এই অভিধান প্রাপ্তব্য  
ছিল; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪

আজিমগড় বকেবলারি—Vocabulary  
to the Azimghur Reader (লঙ্গ-এর  
তালিকা অনুসারে)  
সংকলক অজ্ঞাত  
প্রাকাশক ও মুদ্রক অজ্ঞাত, ১৮৫১  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭

ব্যবস্থাভিধান—A Dictionary of  
Law Terms (লঙ্গ-এর তালিকা  
অনুসারে)  
জন ক্লার্ক মার্শ্ম্যান  
প্রাকাশক ও মুদ্রক অজ্ঞাত, ১৮৫১  
অন্য কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি  
লঙ্গ-এর তালিকার বাইরে

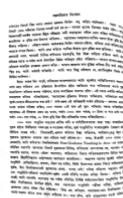
An English and Bengalee  
Vocabulary  
মধুসূদন মল্লিক



অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন প্রেস,  
গুরানহাটা সিট্টি নং. ২০, ১৮৫২  
(১৫ই ফেব্রুয়ারি)  
স্কুলের নাচের ক্লাসে পাঠ্য পত্র  
(English Reader III) শব্দার্থ পুস্তক



Ramchandra's Vocabulary  
(লঙ্গ-এর তালিকা অনুসারে)  
রামচন্দ্র (সম্পূর্ণ নাম জানা যায় না)  
প্রকাশক ও মুদ্রক অজ্ঞাত, ১৮৫২  
প্রথম সংস্করণ ১৮১৮-তে প্রকাশিত  
বলে লঙ্গ-এর তালিকায় উল্লেখিত,  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪১



A Bengali and English Dictionary  
জে সাইক্স  
ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮৫২  
এটি স্কুল বুক সোসাইটির অষ্টাদশ  
কার্যবিবরণীর বর্ণনা অনুসারে চারটি  
ধারাবাহিক অভিধানের চতুর্থ স্কুলে  
ব্যবহারের জন্য; পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬



Thakur's Bengali and English  
Vocabulary (লঙ্গ-এর তালিকা  
অনুসারে)  
ঠাকুর পদবীধারী কোনও ব্যক্তির  
সংকলন যিনি ফোট উইলিয়াম  
কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক ছিলেন  
স্যান্ডার্স, কোন্স কোং, ১৮৫২  
উইলিয়াম কেরির পরামর্শে ফোট  
উইলিয়াম কলেজের জন্য সংকলিত;  
“Theology, Physiology, Natural  
History, Domestic Economy”

বিষয়ে বাংলায় এবং রোমক হরফে  
লিখিত; মেটিরিয়া মেডিকায় উল্লিখিত  
গাছগাছালির নামও এতে স্থান  
পেয়েছিল; প্রথম সংস্করণ ১৮০৫;  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৬

শব্দার্থ প্রকাশাভিধান  
দিগন্বর ভট্টাচার্য  
শভুচন্দ্র মিত্র, কমলালয় প্রেস,  
কলকাতা, ১৮৫২  
“সর্বলোক ইতার্থে নিয়ত গৌড়ীয়  
সাধুভাষায়” লিখিত; পৃষ্ঠা ২১৬

শব্দমালা— On Sanskrit  
Etymology in Begali (লঙ্গ-এর  
তালিকা অনুসারে)  
সংকলক অজ্ঞাত  
প্রকাশক ও মুদ্রক অজ্ঞাত, ১৮৫২  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২

শব্দস্মৃতি  
সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়-সম্পাদক  
(“মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এবং অন্যান্য  
বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে”)  
সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৮৫৩  
দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সংস্করণ  
থাথাক্রমে ১৮৫৬, ১৮৫৮ এবং  
১৮৬৬-তে মুদ্রিত; পৃষ্ঠা ৬০৪, শব্দ  
সংখ্যা ৩৪,০০০ প্রায়

Anglo Bengali Dictionary, Ingraji  
Bangla Abhidhan (লঙ্গ-এর তালিকা  
অনুসারে)  
লঙ্গ-এর তালিকায় সংকলকের নাম  
অনুলিখিত

স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮৫৩  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৬, শব্দ সংখ্যা ১৬,০০০

রামচন্দ্রের অভিধান Bengali  
Dictionary  
রামচন্দ্র (পদবীর উল্লেখ নেই)  
বি এস পি বিনুবাসিনী, ১৮৫৩  
(১২৬০ বঙ্গাব্দ)  
১২৬০ বঙ্গাব্দে দুটি সংস্করণ প্রকাশিত

A Dictionary of the English  
Language with English  
Definitions and a Bengali  
Interpretation

ইউ সি আজ  
সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, কলকাতা, ১৮৫৪  
ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ক্ষেত্রেই  
একাধিক শব্দার্থ সংকলিত;  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬১

Dictionary of Law and other  
terms  
জে রবিনসন  
শ্রীরামপুর প্রেস, ১৮৫৪  
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬০, পৃষ্ঠা সংখ্যা  
৪৬, শব্দ সংখ্যা ৪৫০০

Sanskrit and Bengali Dictionary,  
Amar Kosh  
সম্ভবত ১৮৩১-এ জগমাথপ্রসাদ  
মল্লিকের করা বাংলা অনুবাদের  
পুনর্মুদ্রণ (লঙ্গ-এর তালিকা অনুসারে)  
প্রকাশক ও মুদ্রক অজ্ঞাত, ১৮৫৪  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৮

Vocabulary of Elegant Words,  
Barnamala Abhidhan

অজ্ঞাতনামা

অজ্ঞাত, ১৮৫৫

সাধু বা সংস্কৃতমূল শব্দের অভিধান,  
দেশি বা বিদেশি শব্দ নেই, পৃষ্ঠা সংখ্যা  
৫২, শব্দ সংখ্যা ১২০০

বঙ্গভাষাভিধান

কাশীনাথ ভট্টাচার্য

মহেশচন্দ্ৰ শীল ও বিশ্বন্তুৱ শীলেৱ  
সুধাসিঙ্গু যন্ত্ৰে মুদ্ৰিত, ১৮৫৫ (১২৬২  
বঙ্গাৰ্দ)

তৎসম, তত্ত্ব ও দেশি শব্দেৱ সঙ্গে  
বিদেশি শব্দও যোগেছে; পৃষ্ঠা সংখ্যা  
৩৯৫, শব্দ সংখ্যা ২০,০০০

A Glossary of Judicial and  
Revenue Terms and of useful  
words occurring in Official  
Documents relating to the  
Administration of the  
Government of British India  
হোৱাস হেমেন উইলসন,  
এইচ আলেন অ্যাস্ট কোং, লন্ডন,  
১৮৫৫ এই অভিধানে আৱবি, ফাৱসি,  
হিন্দুস্থানি, সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা,  
উড়িয়া, মারাঠি, গুজৱাতি, তেলুগু,  
কম্বড়, তামিল, মলয়ালম ভাষায়  
ব্যবহৃত রাজস্ব ও আইন সংক্রান্ত শব্দ  
ৱোক বৰ্ণানুক্ৰমে মুদ্ৰিত হয়েছে;  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২৮

শব্দার্থ প্ৰকাশাভিধান

তাৱাচন্দ্ৰ শৰ্মা

দিগন্বৰ ভট্টাচাৰ্য ও শশুচন্দ্ৰ মিত্ৰে

কমলালয় যন্ত্ৰে মুদ্ৰিত, ১৮৫৫  
বিস্তাৱিত বিবৱণ অপ্রাপ্য

অমৱার্থদীধিতি

পূৰ্ণচন্দ্ৰ সম্পাদক (মুক্তারাম  
বিদ্যাবাগীশেৱ সাহায্যে অমৱকোষেৱ  
কোলকাতকৃত ইংৰেজি অনুবাদেৱ  
অনুসৱণে সংকলিত)  
“সম্বাদ পূৰ্ণচন্দ্ৰেয় যন্ত্ৰে যন্ত্ৰিত”,  
১৮৫৬ (১২৬৩ বঙ্গাৰ্দ)  
এটি অমৱকোষেৱ বঙ্গানুবাদ; পৃষ্ঠা  
সংখ্যা ১৯০+১২৫

অভিধান Bengali Dictionary (ব্ৰিটিশ  
মিউজিয়ামেৱ বিবৱণ অনুসূৱে)

সংকলক অজ্ঞাত

প্ৰকাশক ও মুদ্ৰক অজ্ঞাত, ১৮৫৭  
স্কুলে ব্যবহাৱেৱ জন্য,  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৮

An English and Bengali  
Vocabulary

গোবিন্দগোপাল বসাক

শ্ৰীৱামপুৱ, ১৮৫৮

পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৭

বাঙলা হিন্দী শব্দকোষ

গোপালচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী

কলকাতা, ১৮৫৮

বিস্তাৱিত তথ্য অজ্ঞাত

A Vocabulary English and Bengalee  
with their English meanings  
নবকুমাৰ নাথ



শ্রীরামপুরের Tomohur প্রেসে  
মুদ্রিত, ১৮৬১  
ছাত্রদের জন্য লিখিত,  
আনুমানিক ৪০ পৃষ্ঠার বই

**শব্দার্থ প্রকাশিকা**  
কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার  
“বিশ্বত্তর লাহার অনুমত্যনুসারে  
শ্রীরামপুর চন্দ্রদেয় যন্ত্রে  
মুদ্রাক্ষিত”, ১৮৬১  
তৎসম ও তত্ত্ব শব্দের ব্যুৎপত্তি সহ  
বাংলায় প্রচলিত আরবি, ফারসি,  
পোর্তুগিজ, ইংরেজি শব্দ ও স্থান  
পেয়েছে এখানে; দ্বিতীয় সংস্করণ  
১৮৬৩, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৬৫-৬৬,  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮২,  
শব্দ সংখ্যা ৪০,০০০-এর বেশি

শব্দসার অভিধান Dictionary of  
Sanskrit and Bengali Language  
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন  
কলকাতার মির্জাপুর, “আপর  
সরকিউলর” রোড নং ৫৯-এ  
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৬১  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৮, শব্দ সংখ্যা ১৩,০০০

**শব্দসন্দৰ্ভ সিদ্ধু**  
মথুরানাথ তর্করত্ন  
কলকাতার মির্জাপুর হলওএলস লেন,  
নং ১-এর প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৬৩  
পরিভাষা ও প্রত্যয়প্রকরণ সহ  
সাহিত্যের দৃষ্টান্ত সহ শব্দার্থ বর্ণিত; দু  
খণ্ডে মুদ্রিত, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮২



### শব্দার্থ মুক্তাবলী

### বেণীমাধব দাস

কলকাতার চিংপুর রোডস্থিত ২৪৬

নন্দর বটতলার বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

অরংগোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত, ১৮৬৪

“সংস্কৃত শব্দ সহকৃত গৌড়ীয় সাধুভাষ্য

এবং বিজাতীয় ভাষাসূর্গত বহুল শব্দের

অর্থ প্রকাশক প্রহৃষ্ট”; প্রথম খণ্ডে

৫৯২টি পৃষ্ঠা আছে, কিন্তু দ্বিতীয়

খণ্ডের সন্ধান মেলেনি, ১৭৮৮ শকাব্দে

অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হয়।



### শব্দদীধি অভিধান

### শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

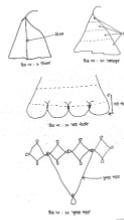
ঢাকা বাঙালা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৬৪

“প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, নৃতন সংকলিত

শব্দ ও বাঙালা ভাষায় তাহাদের অর্থ,

ধাতু এবং লিঙ্গ বিনির্ণয় সন্মেত”

অভিধান; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০৮



### শব্দসিদ্ধু অভিধান

### ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক অঞ্জলত, ১৮৬৪

সোমপ্রকাশ পত্রিকায় ১৮৬৪-র ১২ই

ডিসেম্বর প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে

৬০০ পৃষ্ঠার এই অভিধানটির বিজ্ঞাপন

ছাড়া অভিধানের কোনও কপির

সন্ধান পাওয়া যায়নি



### English and Bengali Dictionary

for the use of Schools

রেভারেন্ড গোপীকৃষ্ণ মিত্র

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮৬৪

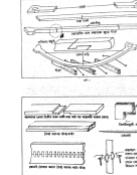
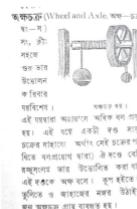
জে সাইক্স প্রণীত ইংরেজি-বাংলা  
অভিধানের সংকলক কর্তৃক সংশোধিত  
স্কুল সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৬

শব্দার্থ রত্নমালা  
কানাইলাল শীল  
কলকাতার ১৬ নং  
“আইরিটোলা”স্থিত “শীল এণ্ড  
ব্রাদাস” যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৬৫  
“নানাবিধ কোষ শাস্ত্র হইতে সঞ্চলিত  
বহুতর সংস্কৃত... গোড়ায় সাধুভাষা  
এবং প্রাকৃত ভাষাসমূহুত বহুল শব্দের  
অর্থ প্রকাশক গ্রহ”, প্রথম খণ্ড; পৃষ্ঠা  
সংখ্যা ১৩৩৪, শব্দ সংখ্যা  
ন্যূনাধিক ৮০,০০০

শব্দসিদ্ধু  
কাশীনাথ রায়চৌধুরী  
কলকাতা, ১৮৬৫  
এটি পন্দে রচিত অমরকোষের  
বঙ্গানুবাদ; পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১১

A Vocabulary, English and  
Bengali (প্যারিস বিশ্ব-প্রদর্শনীতে  
প্রেরিত ১৮৬৫ সালে মুদ্রিত বাংলা  
বইয়ের তালিকা অনুযায়ী)  
সংকলক অঙ্গাত  
প্রকাশক ও মুদ্রক অঙ্গাত, ১৮৬৫  
ইংরেজি শব্দের বাংলা হরফে উচ্চারণ  
এবং অর্থ সহ ৮৬ পৃষ্ঠার গ্রহ

প্রকৃতিবাদ অভিধান  
রামকুমার বিদ্যালক্ষ্মী  
কলকাতার গড়পাড়ের লালচাঁদ বিশ্বাস



অ্যান্ড কোম্পানির সুচারু প্রেস থেকে  
মুদ্রিত, ১৮৬৬  
এই অভিধানে সংকলিত প্রচলিত  
বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের প্রতিটির  
“ধাতু, প্রত্যয়, সমাস, প্রতিশব্দের  
ইতিবৃত্ত ও শিষ্ট প্রয়োগ” দেওয়া  
হয়েছিল; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪৪,  
শব্দ সংখ্যা ১৬,০০০

শব্দার্থ প্রচারিকা (ইতিয়া অফিস  
লাইব্রেরির তালিকা অনুসারে)  
কৈলাসচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়  
কলকাতা, ১৮৬৬  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬৮

### শব্দাবলী

কেশবচন্দ্ৰ রায়  
“কলিকাতা বুঁদাবন বসাকের স্ট্ৰীটে  
৩৭/১ নং ভবনে কবিতাৱন্নাকুৰ  
যন্ত্রে” মুদ্রিত, প্রকাশক রামচন্দ্ৰ  
মিত্র, ১৮৬৭  
“বহুতর সাধুশব্দের নিঙ্গাদি সম্বলিত  
অর্থ প্রকাশক গ্রহ”, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩২,  
শব্দ সংখ্যা ২৫,০০০ প্রায়

### English, Bengali, and Garrow Vocabulary

(বাবু) রামনাথ চক্ৰবৰ্তী  
কলকাতার বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট  
অফিসে মুদ্রিত, ১৮৬৭  
ইংরেজি শব্দের বাংলা ও গারো  
প্রতিশব্দ রোমক ও বাংলা লিপিতে  
দেওয়া হয়েছে;  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪

ইংরাজী-বাংলা অভিধান  
ত্রেলোকনাথ বরাট  
কলকাতা, ১৮৮১-৮৭  
সচিত্র, ৬ খণ্ডে সমাপ্ত

The Prakritibad or an  
Illustrated Etymological  
Dictionary of the  
Sanskrit and Bengali  
Languages

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  
কলকাতা, ১৮৮৬  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৭৮

শব্দার্থ প্রকাশিকা  
A Bengali Dictionary  
with derivations and  
Sanskrit notes  
কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার  
কলকাতা, ১৮৮৭  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫৮

প্রকৃতিবোধ অভিধান  
বরদাপ্রসাদ মজুমদার  
কলকাতা, ১৮৮৭

এই তালিকা প্রস্তুত করতে আমরা অকৃপণ সহায়তা নিয়েছি এই দুটি অষ্ট থেকে—  
১। মোহাম্মদ আবুল কাইউম। ২০০২। অভিধান। ঢাকা: গতিধরা।  
২। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। ১৯৭০। বাঙ্গলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয় (১৭৪৩ ইহতে ১৮৬৭ পর্যন্ত)।

কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।



বাঙ্গালা গারো অভিধান  
রেভারেন্ড এম রামথে  
গারো মিশন, আসাম থেকে  
প্রকাশিত, ১৮৮৭

প্রকৃতি ও প্রত্যয় সহিত বৃহৎ সচিত্র  
বাঙ্গালা অভিধান  
বেশীমাখব ভট্টাচার্য  
কলকাতা, ১৮৮৮  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০০

বাংলা অভিধান  
শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়  
প্রকাশক ও মুদ্রক অজ্ঞাত, ১৮৯০

Prakriti Bibeka Abhidhana  
বলরাম পাল  
কলকাতা, ১৮৯২  
সচিত্র প্রকৃতি বিবেক অভিধান, পৃষ্ঠা  
সংখ্যা ১৮৬০

সংক্ষিপ্ত উর্দ্বে-ভাষাভিধান An Urdu-  
Bengali Vocabulary  
কুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৮৯৪  
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২, শব্দ সংখ্যা ১৩০১



শিক্ষাকোষের একটি পাতা, ১৯১৯

## ବହିମେଲାର ବହି

ଫେଲୁଦା ରହସ୍ୟ ପ୍ରସେନଜିଂ ଦାଶଗୁପ୍ତ

ସତ୍ୟଜିଂରାୟ ଚିତ୍ରିତ ୫୦୦ ଟାକା

ଉତ୍ତଳିଯାମ ବେରିଂ-ଶୁଳ୍କ ଯେଭାବେ ତୈରି କରେଛିଲେନ ଶାର୍ଲକ ହୋମସକେ ଅନେକଟା ତେମନଭାବେଇ ଫେଲୁଦାର ଆବିର୍ଭାବେର ପଥଧାର ବହର ପର ତାକେ ଦେଖାର ଚେଷ୍ଟା ‘ଫେଲୁଦା ରହସ୍ୟ’-ଏ । ଏହି ବହିତେ ବାଦ ପଡ଼େନି ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର, ଖଲନାୟକ, ଶିଶୁ ଚରିତ୍ର, ସଂଗ୍ରାହକ, ମହିଳା ଚରିତ୍ର, ପୁଲିଶ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଗୋଯେନ୍ଦାଦେର କଥା । ରଯେଛେ ସମାଜବିଜ୍ଞାନ ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନେର ଦିଶା, ଖୁନ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁଚିନାଟି, ବେଶ କିଛୁ ଅସମାପ୍ନ୍ୟ ଲେଖାର କାରଣ ଏବଂ ଫେଲୁଦାର ଭୁଲଭାସ୍ତି ।

ପାହାଡ଼େ ଆହାରେ ଦାମୁ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ

ସ୍ମାରକ ରାୟ ଚିତ୍ରିତ ୫୦୦ ଟାକା

ଘରେର କାହେର ଅଯୋଧ୍ୟା-ଶୁଶ୍ନନିଯା-ଦଲମା ଦିଯେ ଶୁରୁ କରେ ପାଯେ ପାଯେ ହିମାଲୟ । ଦେବତାଙ୍କାର ଶରଣେଇ ସଖନ ଆସା ଗେଲ, ତଥନ ବିନ୍ଦ୍ୟ, ସାତପୁରା, ଆରାବଲ୍ଲି, ନୀଳଗିରିରାଇ ବା ବାଦ ଯାଇ କେନ ? ଶିଖର ଜୟେଷ୍ଠ ନେଶ୍ୟାର ରାକସ୍ୟକ କାଁଧେ ଡାକାବୁକୋଦେର ବେରୋତେ ଦେଖେ ସୁବଚନୀର ଖୋଁଡ଼ା ହାସନ୍ ବେଡ଼ି-ବିନ୍ଦାରା ବେଁଧେ ମାଙ୍କିଟୁପି-ଆଲୋଯାନ ମୁଡ଼େ ହାଁଯା ବଦଳେ ଚଲଲ ଗିରି ଶହରେ । କେଉଁ କେଉଁ ପୁଣିର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭରାତେ କେଦାର-କାମାଖ୍ୟାୟ ହତେ ଦିଲ । ତଦିନେ ସେଥାନେ ପେରେଛେ ହିଲ୍‌ସ୍ଟେଶନ ଫେଁଦେ ଆରାମ-ବିଲାସେର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରେ ଫେଲେଛେ ସାହେବସୁବୋରା । ଫୁଡ ଟ୍ୟାରିଜମ-ଏର ମନୋବାଙ୍ଗ ଏବାର ଚଢ଼ିଲ ଭାରତେର ହିଜିବିଜି ଏକରାଶ ପାହାଡ଼ ।

ପ୍ରକୃତି ପଡ୍ଦୁଯାର ଦପ୍ତର ଜୀବନ ସର୍ଦାର

ଶିଳ୍ପ ସତ୍ୟଜିଂରାୟ, ଯୁଧାଜିଂ ସେନଗୁପ୍ତ ୬୦୦ ଟାକା

ଚାଲିଶ ବହର ଧରେ ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ରିକାଯ ବେରିଯେଛେ ପ୍ରକୃତି ପଡ୍ଦୁଯାର ଦପ୍ତର । ଆମାଦେର ବାଡ଼ିର ଚାରପାଶେର ଆରଶିନଗରେର କଥା । ଏହି ବହି ଆସଲେ ଦେଖତେ ଶେଖାଯ । ଯା କିଛୁ ଦେଖିଲେ ଆମାଦେର ଭାଲବାସା ମାଯା ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରକୃତିର ଜଣେ । ଏହି ବହି ସେଇ ଜାଦୁ ଆଯନା । ପ୍ରକୃତି ଚେନାର, ପ୍ରକୃତିକେ ଭାଲବାସବାର ସହଜପାଠ ।

## ଗଡ଼ଗଡ଼ାର ମା'ଲୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ

ପାର୍ଥ ଦାଶଶୁଷ୍ଠ ଚିତ୍ରିତ ୫୦୦ ଟାକା

‘ଗଡ଼ଗଡ଼ାର ମା’ଲୋ’ ଦୁଇଟି ଧାରାର ବୁନୋଟେ ଗଡ଼ା ‘ଅନ୍ୟ’ ଇତିହାସ । ଅନ୍ୟ ଭାବାୟ, ଅନ୍ୟ ମେଜାଜେ ବଲା । ମେଯେଦେର ଦେବୀ ଅଥବା ଦାନବୀ ସାଜାନୋର ଯେ ଖେଳା ସେଇ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଥେକେଇ ଚଲେ ଏସେହେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସେ, ତାର ବାଇରେ ଏହି ବହୁ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ସନ୍ଧାନ । ଏ ହଲ ଏକଟା ଭିନ୍ନ ବାଚନେର ଖୋଜ୍, ପୁରୁଷମୁଖୀ ଇତିହାସ ଗ୍ରହଣାର ଛକେର ବାଇରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦୀ ସମାନ୍ତରାଳ କଥନ । ମେଯେଦେର ‘ବୁକ ଫାଟେ ତବୁ ମୁଖ ଫୋଟେ ନା’ ଏ ପ୍ରବଚନଟି ଯେ ଏକଟି ପାଥି ପଡ଼ାନୋ ମିଥ୍ୟ, ତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋକ ।

## ଗଦ୍ୟଃ ୧, ୨ ରଣଜିତ ସିଂହ

ଖାଲେଦ ଚୌଧୁରୀ ଚିତ୍ରିତ, ଆଲୋକଚିତ୍ର ରଣଜିତ ସିଂହ ୬୦୦ ଟାକା (ପ୍ରତିଟି)

ଶିକଡ଼େର ସନ୍ଧାନେ ଲୋକଗାନେର ହାତ ଧରେ ଜୀବନେ ଜୀବନ ଯୋଗ କରାର କଥା ଅବର୍ଥ ଭାବେ ମାନତେନ ରଣଜିତ ସିଂହ । ତାଇ ଶୋଥିନ ଲୋକ-ବିଶେଷଜ୍ଞେର ଆଲଖାଙ୍କା ପରେ ନା ଥେକେ ବୈରିଯେ ପଡ଼େଛେ ମାଟିର ଟାନେ । ସେଇ ଯାଆରଇ ଫସଲ ତାଁର ଲେଖାଲିଖି । ମାନୁଷେର ଶୁଦ୍ଧ ଗାନ୍ଟୁକୁଇ ନୟ, ଯାପିତ ଜୀବନ ଓ ଗାନ୍-ଜୀବନ ଦୁଇ-ଇ ଅସ୍ଥିତ ଛିଲ ତାଁର । ରଣଜିତେର ସଫରନାମା ସଂକ୍ଷତିର ମାନଚିତ୍ରେ ଏକ ସାମ୍ୟ-ସାଧନାର ସଂବେଦୀ ଆଲେଖ୍ୟ । ହେଜିମନିର କାଉନ୍ଟାର ସେଟ୍‌ଟମେନ୍ଟ । ସଂକ୍ଷତିର ନାଟମନ୍ଦିରେ ପ୍ରାତିକେର ପଦଚାରଣ ।

## ବନବାସେ ବନ ଆବାସେ ୧, ୨ ଜଗନ୍ନାଥ ଘୋଷ

ହିରଣ ମିତ୍ର ଚିତ୍ରିତ ୫୦୦ ଟାକା (ପ୍ରତିଟି)

ବାଂଗାର ବନେ ବନେ ନିଭୃତେ ଘୁରେଛେ ତିନି ଗତ ଚଞ୍ଚିଶ ବଚର । ଆଲାପ ହେୟେଛେ ବନଚାରୀ ମୁଜନେର ସଙ୍ଗେ । ସାରା ଗାୟେ ସେପଟିପିନେର ପସରା ଆଁଟା ଡାଲା ଭାଉରି ଥେକେ ଚୋରାଶିକାରୀ ମାନୁଷେର ବଞ୍ଚୁ ଟାଇଗାର ଆକ୍ଷେଳ, ଜଙ୍ଗଲେର ମଧ୍ୟେ ନିର୍ବାସନ ଦେଓୟା ହାତ ପା ଖେସେ ଖେସେ ପଡ଼େ ଯାଓୟା କୁଠ ରୋଗୀଦେର କଲୋନି । ପ୍ରକୃତିର ଉଦୟ କାବ୍ୟେର ଲାଞ୍ଛିତା ନଦୀ ଓ ତାକେ ଛୁଁଯେ ଫେଲା ନୀଳ ପାହାଡ଼େର ଗାୟେ ଲେଗେ ଆଛେ ହାତି ଖେଦିଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ପୁରସ୍କାର ପାଓୟା ଭୀମ ମାହାତୋର କରଣ କାହିନି । ଆଛେ ଜଙ୍ଗଲେର ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ହାଟେର ଗୁଞ୍ଜନ, ଭୁଟାନି ମେଯେଦେର କମଲାଲେବୁର ମଦ ବିକ୍ରିର କୃଂକୋଶଳ । ପାହାଡ଼ି ଝୋରାର ରଂ ବାହାର ମାଛ, ସୁଗନ୍ଧୀ ଚାଲେର ସୁବାସ ନିଯେ ହାଜିର ଅଜନ୍ତ ବନ ବାଂଲୋର ଗଲ୍ଲ ।

## ଏକ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦରବନ ଅଭିଜିଃ ସେନଗୁପ୍ତ

ସୁଧାଜିଃ ସେନଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରିତ ୫୦୦ ଟାକା

ଲୋନାମାଟିର ଦେଖ, ବାଘ-ସାପ-କୁମିରେର ଯେ ଦେଶ ଏଡ଼ିଯେ ଗିଯେଛିଲ ପାଣୁବରା, ସେଥାନକାର ହର୍ତ୍ତପିଣ୍ଡେର ଶବ୍ଦ ଶୁନତେ ପାବେନ କାଠେର ବାଡ଼ି, ମୌସୁନି ଦୀପ ଆର ପ୍ରାଣିକ ମାନୁଷେର କଥା ପଡ଼ତେ ପଡ଼ତେ । ସୁନ୍ଦରବନ ତାର ଜଳେର ଶବ୍ଦ, ଶୀ-ଗାଲେର ଡାକ, ବନେର ମାଥାଯ ନିର୍ଜନ କୁହକିନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆର ଧୂ ଧୂ ଘୋଲା ଜଳେ ମାଛ ଧରାର ତୁମୁଲ ଉଂସବ ନିଯେ ଏ ବହିଯେର ମର୍ମସ୍ତଳ ଢୁଁଯେ ଆଛେ ।

## ଖେୟା ପାରେର ଖେୟାଲି ବନ ସୀମା ଗଞ୍ଜୋପାଧ୍ୟାୟ

ପ୍ରଗବେଶ ମାଇତି ଚିତ୍ରିତ ୩୫୦ ଟାକା

ମନ ଆଲୋ କରା ମାନୁଷେର କଥା ଉଠେ ଆସେ ତାର ଲେଖାଯ । ଲେଖାର ସଙ୍ଗେ ସମାଜକର୍ମ । କାଜେର କ୍ଷେତ୍ର ଚିର ଅବହେଲିତ ସୁନ୍ଦରବନ । ମାଟ୍ଟିଲେ, ଶୁଣିନ, ବାଘ, ଡାକାତ, ଚୋରା ଶିକାର, ଦେବଦେବୀ ଆର ତୁକତାକେର ଗାଛେ ଘେରା ଆଲୋ ନା ଢୋକା କାଦାୟ ମୋଡ଼ା ଏକ ବନାଥ୍ଵଳ । ଗଲ୍ଲେ ପଡ଼ା ସୁନ୍ଦରବନ ନତୁନ ଭାବେ ଧରା ଦିଲ ତାର କାହେ । ତାର ସଙ୍ଗେ ଚଲଛେ ଅବଲାଦେର ନା ବଲା ଅନେକ ଅନେକ ଗଲ୍ଲ । ଅନ୍ତରେ ଖେୟା ପାରାପାରେର ମାଝେ ଖାମଖେୟାଲି ବନ କେବଳ ଅନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଆଶ୍ରୟ ।

## ରିନୁର ବଈ ରିନି ବିଶ୍ୱାସ

ଭାସ୍କରହାଜାରିକା ଚିତ୍ରିତ, ୩୫୦ ଟାକା

ବଡ଼ ହେୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟେ ପଡ଼ାଶୁନୋ ଆର ଏକଟୁ ରାଜନୀତି । ଏର ପର ପା ରାଖେ ରିନୁ ପେଶାର ଜଗତେ । ଏଦିକେ ଗତ କରେକ ଦଶକେଇ ଆମୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେୟ ଗେଲ ଭିଜ୍ଯାଲ ମିଡ଼ିଆର । ବିଶ୍ୱଭାଗ୍ୟ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥେଇ ଚଲେ ଏଲ ହାତେର ମୁଠୋଯ । ଏଦିକେ ତାର ଚୋଥେର ସାମନେ ନାନା ଦୁର୍ଘଟନାର ଖବର । ପ୍ରତି ନିୟତ ଆପନ୍ତେଟ । ଟ୍ରେନ ଅୟାକ୍ରିଡେନ୍ଟ, ବଡ଼ବାଜାରେର ଆଣ୍ଟନ, ବେନଜିର ଭୁଟ୍ଟୋର ହତ୍ୟା, ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ, ମୃତ୍ୟୁମୁଖୀ ଏଇସବ ନିଉଜକ୍ଷୋଳ ସାପେର ମତୋ ଆଁକଡ଼େ ଧରତେ ଥାକେ ତାକେ ।

ଦୂର ଦେଖିଲୁ, ଚିତ୍କିତ୍ବ

## ଦସ୍ତରଖାନ ଗୋରା ରାଯ়

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରାଯି ଚିତ୍ରିତ ୩୫୦ ଟାକା

ପ୍ରାରମ୍ଭାବୁଟିର ମାଲିକକେ ଏଭାରଫାଓୟାରେର ଶରବ୍ତ ଚାଥିଯେ ଆବାର ଆଯାରଲ୍ୟାନ୍ଡ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଜ୍ୟାକି ଲେନଙ୍କେ ଲାଇନ ଦିଯେ କିନେ ଆନେନ ଖବରେ କାଗଜେ ମୋଡ଼ା ଆଲୁଭାଜା ଆର ମାଛଭାଜା । ଲେନଙ୍କେ ଲାଇନ ଆଁକେନ ପର୍ତ୍ତଗଲେର ଲିଶବୋଯ ରାମିରୋର ମାଛେର ଦୋକାନେର ବାଇରେ । ପେଯେ ଯାନ ଦୀର୍ଘକଣ ଦାଢ଼ିଯେ ଥାକାର ସୁଫଳ, ବେଯାରାର ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରେ ଧରିଯେ ଯାଯ ମାଖନ-ରୁଟି-ସୁରା ଆର ଏନ୍ତାର ଗଲ୍ଲଗାଛା । ତବେ ଏସବ ତୁଚ୍ଛ ଜିନିସେ ପଥ ହାରାଲେ ଆଭାଦାଗର ଥାଁଥାଁ କରେ, ଦସ୍ତରଖାନେର ଉପରେ ପଡ଼େ ଥାକେ ରୁଟି-ବାଦାମ-ଶୋର୍ବା-କୋର୍ମା-କାଲିଯାର ବଡ଼ାଖାନା, ଠାନ୍ଦା ହ୍ୟ ଚା ।

## ଦଶକର୍ମ ଭାଣ୍ଡାର ଯୋଷିତା

ଦେବାରତି ଶେଷ ଚିତ୍ରିତ ୪୦୦ ଟାକା

ଦଶକର୍ମ ଭାଣ୍ଡାର ଜୀବନେର ଦଶଟି ଅଭିଜ୍ଞାନ । ଟ୍ରାମେର ରଙ୍ଗଟାନା ଖାତାର ମଧ୍ୟେ ଶୈଶବେର ଅକ୍ଷରଗୁଣି ଶିଖେଛିଲ ଅପଭାୟ ଥିକେ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟେ ଧାରାପାତ । ବାପସା ରଙ୍ଗେ ପଲେଷାରାର ମଧ୍ୟେ କୋନାଓ ଏକ ଚୋରା କୁଠୁରିତେ ପଡ଼େ ଥାକେ ଫୁସମନ୍ତର ଆର ଦେଦାର ଉତ୍ତର କଲକାତା । ସେ କଲକାତା ମାନେ ତୋ ଆର କଲକାତା ନୟ, ସେଖାନେ ଥାକେ ଭାରି ଅସନ୍ତ୍ଵ କୁଚୁଟେ କିଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭତ ମାନ୍ୟ । ସବ ଅବିକଳ ଭାବେ ଧରା ଆଛେଶ୍ଵର ଓ ଯୌବନେର ଅମଲିନ କିଛୁ ମୁଖ ଭାଙ୍ଗାନି ଥିକେ ନଥେର ଆଁଚଦେ ।

## ଦ୍ରୋହକାଳେର ଦାମିନୀ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଦେର କଥା ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆଲୋକଚିତ୍ର କାର୍ଲୋସ ସାଭେଦ୍ରା,

ଗ୍ରହନା ଓ ସମ୍ପାଦନା ଝର୍ଣ୍ଣ ବସୁ

ଆବଦୁସ ଶାକୁର ଶାହ ଚିତ୍ରିତ ୪୦୦ ଟାକା

ବାଂଲାଦେଶେର ସ୍ଵାଧୀନତା ରକ୍ଷାଯ ପୁରୁଷର ପାଶାପାଶି କୋମର ବେଁଧେଛେନ ବାଂଲାର ନାରୀ । ଅଥାଚ ବୀରେର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରେଛେ ଯାରା ତାରା ପ୍ରାୟ ସକଳେ ପୁରୁଷ । ଆର ନାରୀର ଭୂମିକା—‘ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର ଶିକାର’ ବ୍ୟାନେ ସୀମାବନ୍ଦ । ନାରୀର ବୀରୋଚିତ ଭୂମିକା ଆଜଓ ତାଇ ଦୃଷ୍ଟିର ଆଡ଼ାଲେ । ତାଁରା ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଦେର ଆଶ୍ରୟ ଦିଯେ, ଖାଦ୍ୟ ଦିଯେ, ତାଦେର ଅନ୍ତର ଲୁକିଯେ ରେଖେ, ଖବର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅସ୍ତ୍ରଶିକ୍ଷା ନିଯେ ନାନା ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧକେ ଜୟେର ପଥେ ଏଗିଯେ ନିଯେ ଗେଛେ । ‘ଦ୍ରୋହକାଳେର ଦାମିନୀ’ ବାରୋ ଜନ ମହିଳା ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧାର ସ୍ମୃତିକଥା ସଂକଳନ ।

একদা একান্তের দুঃখ সুখের বাঁপি সন্ধ্যা রায় সেনগুপ্ত

সোমা সুরভি জানাত চিত্রিত ৩৫০ টাকা

সবাই পালাচ্ছে শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে জঙ্গলে। কেউ সারাদিন পুকুরে তুবে  
বসে থাকেন, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দু'মুঠো অন্ন জোটে কি জোটে না, কেবল খবর পান  
যুত্য ও নশংসত্তার। সমস্ত চড়াই উঁরাই বেয়ে স্বাধীনতা আসে একদা। জন্ম হয়  
বাংলাদেশের। তাঁর ঠাঁই হল না সেই দেশে। সারা দেশে তখন আরাজকতা। ক্ষমতা  
দখলের লড়াই শুরু হয়েছে। সকলের হাতে হাতে অস্ত্র। তাকে চিহ্নিত করা হল  
'সর্বহারা পার্টি'র হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রূপে। স্বাধীনতা নামক হলাহলে ওষ্ঠ রঞ্জিত  
করে দেশ ছাড়লেন সন্ধ্যা রায়।

এসেছিলে তবু এষণায় লিপিকা দে

মলিকা দাস সুতার চিত্রিত ৩৫০ টাকা

নববইয়ের দশকে পৃথিবীর মানচিত্রটা বদলে গেল আচমকা। দেশে অর্থনীতির মূল  
কাঠামোটা বদলে গিয়ে পরিবর্তনের চেউ লাগল অন্দরমহলেও। আজানার হাতছানিতে  
সাড়া দিয়ে শুরু হয় এক অন্যরকম চারণ। এই বই এক নারীর নিজস্ব প্রিজমে দেখা দুনিয়া  
যাতে নানা কোণ থেকে এসে পড়া আলোর বিচ্ছুরণে মানুষ, প্রকৃতি আর সময় মিলেমিশে  
আঁকে এক অনন্ত বাঞ্ছায় চালচিত্র।

## আটঘাট বেঁধে

লেখা ও ছবি শঙ্খ কর ভৌমিক ২৫০ টাকা

যত দীর্ঘ পথ তত লম্বা, তত বেশি গল্প। পথ যদি বা ফুরোয়, কাহিনি অফুরানসব  
বলা হয়ে ওঠে না। অথবা উল্টেটা। এক সময় বলার মতো কিছু ঘটে না, অথচ পথ  
ফুরোতে চায় না, তাতেই জাগে চলায় অনীহা। এই ভাল। পথ চলুক এঁকেবেঁকে,  
উঠেনেমে। চলতে থাকুক পথ চলা। মাঝে মাঝে মনে হয়, কতদিন ধরে চলছি! এবার  
একটু জিরিয়ে নিলে হয়। গল্প বলা যাক। তাই শঙ্খ আবার লিখলেন, ছবি আঁকলেন  
অনেক 'আটঘাট বেঁধে'।

## আমাদের বই

লীলাবতী, আদীশ বিশ্বাস, শিল্প হিরণ মিত্র, ২য় মুদ্রণ, ২৫০ টাকা

জঙ্গলগাথা ও রসনাবিলাস ধৃতিকাস্ত লাহিটী চৌধুরী, শর্মিষ্ঠা বসু চিত্রিত ৫৫০ টাকা

আজানা উড়ন্ত বই রঞ্জন ঘোষালের রম্য প্রবন্ধ সংকলন ৬০০ টাকা

কালচক্রব্যান মিহির সেনগুপ্ত, সৌমিক চক্রবর্তী চিত্রিত ৩৫০ টাকা

বরা সময়ের কথকতা হিরণ মিত্র ১০০০ টাকা

কবিতা লিখতে ভয় করে বিপুল দাস, অরিন্দম মাঝা চিত্রিত ৩৫০ টাকা

টুকিটাকী কুঞ্জাটিকা সীমা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবন্ধেশ মাইতি চিত্রিত, ২য় মুদ্রণ, ৩৫০ টাকা

আপন বাপন জীবন যাপন সম্বিধ বসু, ভাঙ্কর হাজারিকা চিত্রিত ৩২৫ টাকা

এলাটিং বেলাটিং ১, ২ সম্পাদনা অরণি বসু, সামরান হৃদা, বালিকাবেলা সংকলন ৫০০ টাকা প্রতিটি

ভাগফল ৭১ মেয়েদের কথা সম্পাদনা বার্ণ বসু, আলোকচিত্র কিশোর পারেখ, ২য় মুদ্রণ, ৪৫০ টাকা

জীবন-মৃত্যু ১, ২ অসীম রায় সম্পাদনা রবিশংকর বল, কুশল রায় ৬০০ টাকা প্রতিটি

কামলাসুন্দরী সম্পাদনা জয়িতা বাগচি সুমেরু মুখোপাধ্যায়, কর্মরতা মহিলাদের কথা সংকলন ৭৫০ টাকা

রসনাস্মৃতির বাসনাদেশ ১, ২ সম্পাদনা সামরান হৃদা, দামু মুখোপাধ্যায়, স্মারক রায় চিত্রিত ৬০০ টাকা প্রতিটি

উচ্ছিষ্ট যাওয়ার রাস্তায় সৌমিত দেব, শিল্প তারকাটা লেফ, খ্যাতবান দাস, পার্থ দাশগুপ্ত ৩৫০ টাকা

লটন মটন পায়রাণ্ডলি সুচেতনা দন্ত, উপমা চক্রবর্তী চিত্রিত, ২য় সংস্করণ, ৩২৫ টাকা

গোল্লাচুট কশীনাথ ভট্টাচার্য ৬০০ টাকা

খ্যাটন সঙ্গী দামু মুখোপাধ্যায়, স্মারক রায় চিত্রিত, ২য় সংস্করণ, ৫০০ টাকা

স্বাদ সংগ্রহিতা সামরান হৃদা, মাহবুরুর রহমান চিত্রিত, ৫৫০ টাকা

পাখালিনামা রঞ্জন সরবকর ৫৫০ টাকা

রমণীয় দ্রোহকাল রঞ্জন রায়, ৪০০ টাকা

সুরের গুরু আলাউদ্দিন, শোভনা সেন, সম্পাদনা অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ২২৫ টাকা

সাত ঘাটের জল, শঙ্খ কর ভেমিক, মুমায় দেববর্মা চিত্রিত, ২৫০ টাকা

চমৎকার ১ প্রচন্দকাহিনি, ইঞ্চাকাল বুকসের মুখ্যপত্র ২০১৭ ৩০ টাকা

চমৎকার ২ হরফনামা, ইঞ্চাকাল বুকসের মুখ্যপত্র ২০১৮ ৩০ টাকা

জার্নাল ১, লেডি ব্রেভোর্ন কলেজ রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যাডভাসেড রিসার্চ সেন্টারের পত্রিকা, ১৮০ টাকা

জার্নাল ২, লেডি ব্রেভোর্ন কলেজ রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যাডভাসেড রিসার্চ সেন্টারের পত্রিকা, ১৬০ টাকা

## পুরস্কার প্রাপ্ত বই

নমিতা চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৫

অতঃপর অন্তঃপুরে সামরান হৃদা, চন্দন শকিকুল কবীর চিত্রিত ৪৫০ টাকা

বইচাই আস্তর্জাল সেরা সাহিত্য সম্মান, ২০১৮

আইটি আইটি পা পা, যোবিতা, ৪৫০ টাকা

শ্রী  
গীল

# কলকাতা বইমেলা স্টল নম্বর ৪৯১

সেন্ট্রাল পার্ক, সল্টলেক  
ময়ুখ ভবনের উল্টোদিকে গেট নং ২-এর সামনে

সারা বছর আমাদের বই পাওয়া যায় কলেজস্টুডেন্টের দে'জ, দে বুক স্টোর (দীপুদার দোকান), আদি দে বুক স্টোর, অভিযান, ধ্যানবিন্দু, উল্টোডাঙার সুনীলদার দোকান, ভবানীপুর পোস্ট অফিসের বুক শপে, চুঁচড়ার বিদ্যার্থী ভবন, মালদার পুনশ্চ, বোলপুরের রামকৃষ্ণ বুক স্টলে। বাংলাদেশে পাবেন নোকতার বুবুক, বাতিঘর, পাঠক সমাবেশ ও তক্ষশিলায়। দেশ ও দেশের বাইরে বাড়ি বসে বই পেতে বইচই ডট কম এবং দেশের মধ্যে অ্যামাজন ডট ইন।

পাঞ্জিপি পাঠাতে ও নানান জিজ্ঞাসার উওর খুঁজতে দেখুন

[www.lyriqalbooks.com](http://www.lyriqalbooks.com)

আগামী প্রকাশনা  
ভালবাসি তাই জানাই গানে অরগনেন্দ্ৰ দাস (আঘাজীবনী)  
রসনাদেশ পূর্ববঙ্গের খাওয়াদাওয়ার স্মৃতি প্রণবরঞ্জন রায়  
বাঙালির বারফাটাই বাঙালির বার-যাপন (সংকলন) সম্পাদনা রাহল পুরকায়স্থ, অর্ক দেব  
ভোজনে বিজ্ঞাপনে বাঙালি প্রণবেশ মাইতি  
স্মৃতিধৰ্য অরঞ্জ সোম (আঘাজীবনী)  
কুয়াশায় নির্জনে আভিজিৎ সেন (আঘাজীবনী)  
আলোকের ঝর্ণাধারায় থিয়েটার দীপক মুখোপাধ্যায়  
খাদের ধারে ঘর গার্হস্থ হিসার গতিবিধি (সংকলন) সম্পাদনা শতাব্দী দাশ, তৈয়রা বেগম লিপি চিত্রিত  
জাহাজের জলতরঙ্গ মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়  
রসুইবাগান জায়েদ ফরিদ  
জলবৎ তরঙ্গ অরণি বসু (আঘাকথা)  
জীবন ভাস্কর্য বাসবী চক্ৰবৰ্তী (আঘাকথা)  
ভারতীয় ফুটবলে ভিন্নদেশী তারা কশীনাথ ভট্টাচার্য  
সঞ্জয় ঘোষের ডায়েরি সম্পাদনা সুমিতা ঘোষ, মনোতোষ চক্ৰবৰ্তী  
বাঙালির রামায়ণ (সংকলন) সম্পাদনা সামৰান হৃদা, দামু মুখোপাধ্যায়

